প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বিবার্ষিক ডিপ্লোমা

DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION

(D.El.Ed)

কোর্স - 501

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা

একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত

ব্লক - 1

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা : ফিরে দেখা

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

ব্লক - 1

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ফিরে দেখা

ব্লক ইউনিট

একক 1 *ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা – 1*

একক 2 *ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা – 2*

একক 3 *শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার*

একক 4 *সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক পরিকাঠামো*

ব্লক পরিচয়

আপনি একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্লক–1 একটি ফিরে দেখা-পাঠ করবেন। এই ব্লক চারটি একক (unit) বিভক্ত। প্রত্যেকটি একক এর বিভিন্ন খন্ড এবং উপখন্ডে বিভক্ত।

একক–1, এ আপনি পাঠ করবেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা। গুরু অর্থাৎ শিক্ষকের পরিবর্তিত ভূমিকা দায়িত্ব। সেখানে আপনি 1947 সালের পূর্বে বৃটিশ শাসনাধীনে গঠিত বিভিন্ন কমিশনে ও কমিটির শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করতে পারবেন। এই একক আপনাকে প্রাচীনকালে স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের প্রেক্ষিত একটি সংক্ষিপ্ত ধারনা তৈরী করতে সাহায্য করবে। ইতিহাস বলছে ভারতের সংস্কৃতি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রোহিত হয়েছে উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতি উত্তরাধিকার

একক–2, আধুনিক যুগে (1948-2005) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ পাঠ করতে সক্ষম হবেন। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম অগ্রাধিকার ছিল মুক্ত জাতীর জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা কাজ এবং 14 বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বহু কমিশন এবং কমিটি চেষ্টা করছে শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা এবং দেশে ফলপ্রসূ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

একক–3, আপনি শিখতে পারবেন 45 নম্বর ধারা অনুযায়ী 2009 এবং শিক্ষার অধিকার আইন 2009- 86 তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা শিশুর অধিকার সংরক্ষিত করা শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বিকৃতি পাওয়ার পর।

আপনি আরও জানতে পারবেন শিক্ষার অধিকার আইন 2009 এর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দিক এবং শিক্ষক হিসেবে সংবিধান 45 নং ধারা এবং 86 তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা গৃহীত বিষয় যা শিক্ষক হিসেবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

একক–4, আপনকে বুঝতে সাহায্য করার ইউ.ই.ই (UEE) সাংগনিক কাঠামো NCERT, SCERT, SIEMT, DIETs, BRCs, এবং CRC জাতীয় রাজ্য এবং জেলা স্তরে এদের ভূমিকা কী।

বিষয়সূচী

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	একক-1 : ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা–1	2
2	একক-2 : ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা–2	22
3	একক-3 : শিক্ষা—মৌলিক অধিকার হিসেবে	41
4	একক-4 : ইউ.ই.ই.র সাংগঠনিক কাঠামো	58

নোট

একক - 1 ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা - 1

কাঠামো

1.0 – ভূমিকা

1.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

1.2 – প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা-একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

1.2.1 – বহুপূর্বে গুরুর' ধারণা

1.2.2 – গুরুর দায়িত্ব ও ভূমিকা

1.2.3 – বর্তমানে পেশাদার শিক্ষক

1.2.4 – শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব, বৈশিষ্ট

1.3 – বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সূত্রপাত - স্বাধীনতা-পূর্ব কাল।

1.3.1 – ম্যাকলে মিনিট

1.3.2 – উড ডেসপ্যাচ

1.3.3 – হান্টার কমিশন

1.3.4 – ইউনিভারসিটিজ কমিশন

1.3.5 – স্যাডলার কমিশন

1.3.6 – হারটোগ কমিশন

1.3.7 – সাপ্রু কমিশন

1.3.8 – এ্যাবিট-উড রিপোর্ট

1.3.9 – জাকীর হুসেন কমিটি রিপোর্ট

1.3.10 – সার্জেন্ট রিপোর্ট

1.4 – সংক্ষিপ্তসার

1.5 – বিষয় সম্পর্কিত পাঠ্যবই

1.6 – একক-সমাপন অনুশীলনী

1.0 ভূমিকা

আপনি অনুধাবন করেছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (UEE) বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একক ব্যবস্থা ইউ.ই.ই একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলেনিয়াম ডেভলেপমেন্ট গোল (MDGs) এবং একে বিবেচনা করা হয় জীবন ধারনের উপায় হিসেবে দ্বিতীয় এবং যা ১৫ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করে ফেলতে (যে সময় খুব শীঘ্রই শেষ হবে)

নোট

হবে পৃথিবীর প্রায় ২০০টি দেশের মধ্যে। ভারত ও এই সিদ্ধান্তে শরিক। আমরা লক্ষ্য করব যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইউ.ই.ই সম্পন্ন করার চেষ্টা হয়েছে, এখন শুধু ফল পেতে শুরু হয়েছে। আমরা বিপুল শিক্ষালয় গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল সংখ্যক মানুষের নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ বৃদ্ধি, ধরে রাখা, স্বাক্ষরতা হার বৃদ্ধি, উন্নত পরিকাঠামো ইত্যাদি। তথাপি স্বাক্ষরতা অভিযান NAEP, DEEP, SSA, RTE ইত্যাদির জাতীয় স্তরে উদ্যোগ থাকা সত্বেও এখনও বিশাল সংখ্যক শিশুরা বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। 2015 সালের পূর্বেই অসংখ্য শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং প্রায় 10 লক্ষ অপ্রশিক্ষিত শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করতে হবে। তাই শিক্ষক শিখন কর্মসূচী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয় সংগঠনের D.EI.ED সংক্রান্ত কর্মসূচী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এই কর্মসূচীর প্রথম কার্যধারার শুরু। এটি কার্য ধারার প্রথম একক। এই একক আপনাকে প্রাচীন কাল থেকে স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি ধারণা দেবে।

ইতিহাস থেকে আপনি নিশ্চয়ই জেনেছে যে ভারতীয় সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্যতম পুরোনা সংস্কৃতি। যে কোন সভ্যতার সংস্কৃতির ধারনা জাতীয় চিন্তা ভাবনা প্রতিফলিত হয় তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর। স্বভাবতই আপনি জানেন, যে কোন সভ্য সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে সৃষ্টির উন্নয়নের সমাজকে টিকিয়ে রাখার এর সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি জন্য। আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাও এর উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দিকে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন অসুবিধা সত্ত্বেও ইহা এখনও সমাজ পুন:গঠন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

আপনার কাছে এটা খুবই চিত্তকর্ষক হবে যখন আপনি পর্যালোচনা করবেন যে প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ, মুদ্রণ ব্যবস্থার সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে শিক্ষকরা শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব আঙ্গিলার প্রেক্ষিতে আপনি প্রাচীনকালের দিকে ফিরে তাকিয়ে খুজে বার করার চেষ্টা করুন বর্তমানে এর প্রাসঙ্গিকতা কতখানি।

এই এককে আমরা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করব শিক্ষার ব্যবহারিক দিক নিয়ে। আমরা এটাও দেখব যে শিক্ষক গুরু'র ভূমিকা ও দায়িত্ব কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা পর্যালোচনা করব। ব্রিটিশ আমলে ভারতে শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কমিশন। কমিটির সুপারিশ নিয়ে। আমরা দেখব ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অর্জনের দিন পর্যন্ত শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা কতখানি অগ্রসর ঘটেছে।

1.1 শিখনের উদ্দেশ্য

এই এককের বিষয়বস্তু পাঠ করার পর, আপনি জানতে পারবেন।

- প্রাচীনকালে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়
- প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'গুরু'র ভূমিকা মূল্যায়ন

নোট

- ঐতিহাসিক সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, ঝোক এবং সাড়া জাগানো বিষয়।
- ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষায় এর গুরুত্ব
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কমিশন, কমিটির সুপারিশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা।

1.2 প্রাচীন ভারতের শিক্ষা : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

আপনি সপ্তদশ শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বেশী বইপত্র পাবেন না। যদিও এই ব্যবস্থা তার পরেও দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত ছিল। কিছু স্বল্প সংখ্যক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু তথ্য সুত্র ও স্মৃতি হিসেবে প্রাচীন ভাস্কর্যের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু পাওয়া যায় না। সম্ভবত: প্রাচীনকালে শিক্ষাকে বিবেচনা যার হয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বউন্নয়নের প্রক্রিয়া হিসেবে। প্রাথমিক স্তরে বেঁচে থাকার জন্য কিভাবে নিয়মাফিক কাজ করতে হবে তা শেখানো হত। প্রথাগত শিক্ষা পৃথক স্তর হিসাবে ভাবা হত না। এটা ছিল জীবনের প্রস্তুতি মূলক শিক্ষা।

আপনি আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানতে পারবেন যে 'জ্ঞান' কে তৃতীয় চোখ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্ত:দৃষ্টি দিতে হবে। (1) আমাদের পূর্বসূরীরা এই ধারণা পোষন করতেন যে, একমাত্র শিক্ষাই সঠিক অন্ত:দৃষ্টি ও বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে। যা বিবেচনা করা হয় 'ক্ষমতা ও দক্ষতা' হিসাবে (2) জীবনের দুঃখ দুর্দশা থেকে সর্ব বিষয়ে অগ্রগতি, সাফল্য ও স্বাধীনতার পথ দেখায়। (3) শিক্ষাকে মানুষের সর্বসুখ হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে শিক্ষাই দক্ষতা বিবেচনা খ্যাতি, সম্পদ বৃদ্ধি করে। এটা ঠিক যে শুধুমাত্র সম্পদ মানুষকে সুখী করতে পারে না। শিক্ষা ধর্ম, পারিবারিক এবং সামাজিক কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করতে শেখায়। এটা আসলে আমাদের মুক্তির পথ দেখায়। (4) Bhartihari in Nitishataka বলেছেন-''শিক্ষা ছাড়া আমরা পশু'' (5) এটা বিশ্বাস করা হয় যে, শিক্ষাই মানুষের পাশাপাশি সমাজের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে।

- (1) জ্ঞান ব্যক্তির তৃতীয় চক্ষু
- (2) শিক্ষা/জ্ঞান ভারসাম্য রক্ষা করে।
- (3) শিক্ষা বিনয়ী করে।

নোট

- (4) বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিনয় দদাতি পত্রতম পত্রাত ওয়াধঅনমপনতি, ধনাধর্মম তত সুখম
- (5) শিক্ষা ছাড়া কেউই পশুর থেকে ভাল কিছু নয়।

শিক্ষার শুরুর সময় থেকে - ছেলে ও মেয়ে উভয়ই শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেত। উদাহরণ হিসেবে আমরা বিশিষ্ট সুপন্ডিত নারীদের খোঁজ পাই, যাঁরা হলেন গার্গী, আত্রেয়ী, কৌশল্যা, তারা, দ্রোপদী প্রমুখ। নিম্নস্তর স্তরের শিক্ষা ছিল মূলত: সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন, সামাজিক আদান প্রদান যা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য। উচ্চশিক্ষা ছিল ব্যাকরণ, ইতিহাস, পৌরণিক অঙ্ককশাস্ত্র, বেদ, তর্কশাস্ত্র, রাষ্ট্র, যুদ্ধ বিজ্ঞান, পূজার্চনা ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জনের জন্য।

জীবনের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা হল ব্যবহারিক জীবনের প্রশিক্ষণ যা একজন পিতা, পুত্র, স্বামী শিক্ষা গ্রহণ করার কীভাবে নিজ কাজ সম্পাদন করতে হয়। জীবনের চারটি স্তরে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, সন্যাসাশ্রম শিখতে হবে। একজন ছাত্রকে শিখতে হবে তার জাতীর সংস্কৃতিক অভিভাবক এবং পথ প্রদর্শক। তাদের শেখানো হবে সমাবর্তন ভাষণে কিভাবে তাঁর সামাজিক কর্তব্য, দায়িত্ববোধ এবং ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ সম্পর্কে।

অতএব শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন, সংস্কৃতির প্রসার নাগরিক সচেতনা বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, নৈতিক ব্যবহার, মন, চিন্তাভাবনার অভ্যাস এর শুদধতা, শিষ্টাচার বয়স্কদের সম্মান, সমবয়স্ক ও ছোটদের প্রতি স্নেহ, শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ছাত্ররা তাদের পছন্দ মত বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে পারত। সরলতা এবং নিয়ানুবর্তিতা ছিল ছাত্র জীবনের অংশ। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানো। যে সমস্ত ছাত্ররা তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি অধ্যয়ন করত তারা ছিল সুবিবেচক এবং ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। একজন ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হত কোন একটি বিষয়ের উভয় দিক বিবেচনা করে কোনো বিতর্কে কিভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করা যায়। এই ব্যবস্থা ছাত্রকে আত্মস্থ করতে শেখায় কীভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যুক্তিবাদী হওয়া যায়।

শিক্ষা হল স্মরণ ক্ষমতা বৃদ্ধির যান্ত্রিক প্রশিক্ষণ, শুধুমাত্র সেইসব ছাত্রদের যারা বেদ অধ্যয়ন করে।

নোট

তারা সেগুলো বছরের পর বছর ধরে শুধুমাত্র স্মরণ শক্তির দ্বারা নির্ভর করে তাঁরা শিক্ষা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও হস্তান্তর করত। কেননা সে সময় কোন কাগজ, মুদ্রণযন্ত্র ছিল না।

সংক্ষেপে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, এ সময়ে শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয় 'জীবনভর চলমান প্রক্রিয়া' যা ব্যক্তির দৈহিক মানসিক বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক, উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম এবং যা একজন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবে বর্তমান পাশাপাশি ভবিষ্যত জীবনকে সমৃদ্ধ করবে।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা - 1

(a) প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল?

.....

.....

.....

(b) মুদ্রণ যন্ত্র ছাড়া কীভাবে জ্ঞান (knowledge) সংরক্ষণ করা হত?

.....

.....

.....

1.2.1 – প্রাচীনকালে 'গুরু'র ধারণা

প্রাচীন ভারতে গুরুকুল ব্যবস্থা ছিল। শিখনের সময়কালে ছাত্ররা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'গুরু'র কাছে থাকতে হত। গুরুর আশ্রম ছিল অনেকটা ছাত্রাবাসের মত। ধনী হোক আর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হোক অথবাসর্বধনী সবাইকেই এক জায়গায় অর্থাৎ গুরুকুল এ থাকতে হত কৃষ্ণা এবং সুদমার মত। গুরুকুল এর শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। গুরুকুল এর জন্য প্রত্যেককে ভিক্ষা করতে হত, প্রত্যেককে শেখানো হত কীভাবে ত্রিনয়ী হতে হয় এবং সমাজের কাছে ঋণী থাকতে হয়। তাদের শিক্ষা দেওয়া হত সমাজে জাতী বিন্যাস কতটা কম করা যায় এবং সকলকে সমানভাবে দেখা যায়।

গুরুকুল এর প্রধান ছিলেন গুরু, সকল আবাসিকদের তিনি অভিভাবক এবং পিতৃসম। তিনি বিনি বেতনে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। গুরুর কাছে বেতন নেওয়া ছিল অপবিত্র কাজ। তিনি মনে করতেন বিদ্যা দান শ্রেষ্ঠ দান। দিব্যা বিক্রয় করাকে তিনি ঘৃণা করতেন। গুরুকুল পরিচালিত হত রাজা মানব প্রেমিক, সমাজের ধনী এবং শিক্ষা শেষে ছাত্রদের দেওয়া দানে। এই দান গুরুকুল পরিচালনায় যথেষ্ট ছিল তার কারণ আবাশকরা কঠোর সংযম পালন করত এবং আশ্রমের সম্পদ বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া

নোট

হত না। কেবলমাত্র প্রকৃত বিদ্বান, পবিত্র ধর্মীয় বিষয়ে আলোক প্রাপ্ত ব্যক্তি কেই গুরু হিসেবে নিয়োগ করা হত। আপনি জানেন যে ভারতে গুরু শিষ্যের সম্পর্কের পরম্পরা একটি পূরনো ঐতিহ্য। শিক্ষক-গুরু হিসাবে সকলের নিকট এমন কী রাজার কাছেও সম্মানের জায়গায় থাকতেন। তিনি পিতামাতার থেকেও বিশেষ শ্রদ্ধার জায়গায় থাকতেন, সমাজে বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতেন এমন কী ঈশ্বর থেকেও বেশী।

গুরু ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুদেবও মহেশ্বর
গুরু সাক্ষাত পরমব্রহ্ম তস্ময়ী শ্রী গুরুবে নমহ;

'গুরু' হলে শ্রেষ্ঠ গুণ ও মহৎ হৃদয়ের, সুপন্ডিত একজন ব্যক্তি। একজন প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রের মত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিচরন করবেন। একজন প্রকৃত শিক্ষক সারা জীবন শিক্ষক হিসাবে থাকবেন। তিনি ছাত্রে পথ প্রদর্শক, মঞ্চের অভিনীত বিচক্ষণ ব্যক্তি হবেন না।

গুরু নিজেই প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হবেন, তিনি বিখ্যাত হবেন তাঁর ত্যাগ ও পান্ডিত্যের জন্য। সারা পৃথিবীর ছাত্ররা ভারতের তাদের গুরুর জন্য আকর্ষণ বোধ করবেন। যখন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন 'গুরু' বরিষ্ঠ, বিচক্ষণ ছাত্রদের শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেন। এই গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

এইভাবে সমগ্র শিক্ষার উপর ছাত্রদের দ্বারা নজর রাখার ব্যবস্থা ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান যা বার হত শিক্ষকের কোন সন্তান অথবা প্রধান সক্ষম ছাত্রের দ্বারা। পরবর্তীকালে মানুষ সময়ে যখন চতুবর্ণ একটি সামাজিক নিয়মে পরিণত হল তখন যে ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে সেই গুরু হিসেবে স্বীকৃতি পেত, পান্ডিত্য না থাকলেও। পিতা পুত্রকে প্রশিক্ষণ দিত শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষাদান একমাত্র ব্রাহ্মনদের পারিবারিক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

1.2.2 – গুরুর ভূমিকা ও দায়িত্ব

ঐ সময়ে গুরু ছাত্রদের কাছে পিতামাতার মত, শিক্ষকের মত, পন্ডিতের মত, কোন আদর্শের প্রচারক হিসেবে, একজন বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক হিসেবে গুরু তাঁর বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতেন। ছাত্রদের প্রয়োজন ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতেন। গুরুর দায়িত্ব ছিল লক্ষ্য রাখা যে ছাত্রদের উন্নয়ন প্রগতিতে তিনি নিজে সন্তুষ্ট কিনা? সেই সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পিতাপুত্রের মত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

শিখন পদ্ধতি ছিল মৌখি, আদান প্রাদন, কথোপকথন, বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা, আবৃত্তি, স্মৃতি রোমন্থন ইত্যাদি ছিল শিক্ষক ছাত্রের শিখন প্রক্রিয়া অন্যতম পদ্ধতি। গুরু সর্বাত্মক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

নোট

পরিচালনা করতেন । কোন প্রান্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। কোন ডিগ্রির শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। নির্দিষ্ট শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মধ্যে গুরু ঘোষণা করতেন কোন ছাত্র স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন। গুরু সেই উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রকে সমবেত শিক্ষিত ব্যক্তিদের সামনে হাজির করতেন, শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ তাকে প্রশ্ন করতেন। কখনও তাঁকে বিতর্ক সভায় অংশ গ্রহণের জন্য বলা হত এবং ছাত্র সেখানে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতেন। তারপর ছাত্রটিকে বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন।

শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে সম্মান করা হত। ছাত্র তাঁর গুরু ও অধ্যায়নের বিষয় নির্বাচন করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেন। ঐ সময়ে গুরুর বিশেষাধিকার ছিল ছাত্রকে গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে।

আপনি লক্ষ্য করবেন যে বুদ্ধিষ্টদের সময়ে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিভিন্না গুম্ফা ও মন্দিরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এই জায়গাগুলোকে আরও উন্নত করা হয় রাজা অশোকের সময়ে, ঐ গুলো হয়ে উঠল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষক গুরু ও ছাত্ররা একজন থাকত এবং কাজ করত। তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিল সৃষ্টির কাজে, জ্ঞান আত্মিকরণের কাজে। বিশ্ববিদ্যালয়েই মূল তিনটি কাজ ছিল, শিখন, গবেষণা এবং সম্প্রসারন। প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্ত্তীর ব্যবস্থা এবং সম্প্রসারণ। প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্ত্তীর ব্যবস্থ ছিল। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ভর্ত্তীর ব্যবস্থা তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভী, নদীয়া, কাঁচি, বেনারস ইত্যাদি। দেশে ও বিদেশে এই কেন্দ্রগুলোর উৎকর্ষতা ছিল বিপুল।

গুরুকুল ব্যবস্থা পাঠশালার মত প্রতিষ্ঠান হিসাবে নয় ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদানে রত ছিল, মধ্য যুগে নিম্নশ্রেণীর সিক্ষার জন্য মখতব এবং উচ্চশিক্ষার জন্য মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল মসজিদের মধ্যে যেখানে কোরাণের পবিত্র অংশ হিসেবে মুসলিম শিশুদের ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত মোল্লা এবং মৌলবীদের দ্বারা। এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণী প্রবেশ করা পর্য্যন্ত। যারা ভারতে বেশ কয়েকটি অঞ্চল শাসন কতৃত্ব কায়েম করতে সফল হয়েছিল।

1.2.3 – বর্তমানে পেশাদার শিক্ষক

প্রাচীন শিক্ষার অনেক কিছু আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ও গ্রহণ করা হয়েছে। যদি আপনি বর্তমানে পেশাদার শিক্ষক হতে চান তাহলে আপনাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা ও প্রতিভার অধিকারী হতে হবে। নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো যা বর্তমান শিক্ষককেও অর্জন করতে হবে।

- খোলা মন ও গঠনমূলক মানসিকতা-গঠনমূলক চিন্তা শক্তি-গঠন মূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অপরকে উৎসাহিত করতে হবে।
- শিশুকে হতে হবে-চিন্তা ভাবনা আলোচনায় অপরের সঙ্গে অংশ নিতে হবে এবং আদান প্রদান যাতে ফলপ্রসূ হয়।

নোট

- শ্রোতা হিসেবে-ছাত্রদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।
- নির্ভরশীলতা-সততা এবং অপরের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্টা করতে হবে।
- নির্ভরশীলতা - সততা এবং অপরের সঙ্গে কাজ কাজ করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সুন্দর ব্যবহার - কর্মক্ষেত্রে গঠনমূলক বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- সংগঠিত - নিয়মনিষ্ঠ এবং পরিকল্পনা মাফিক কার্য সম্পাদন করতে হবে।
- অনুপ্রেরণা - উৎসাহের সাথে প্রত্যাশা এবং মান বজায় রাখা
- আত্মবিশ্বাস এবং ভারসাম্য রক্ষা করা - ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করতে হবে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য।
- গঠনমূলক : চিন্তাভাবনা এবং কাজে গঠনমূলক মানসিক গড়ে তুলতে হবে।
- সহানুভূতিশীল : যত্নবান, গুরুত্ব দিতে হবে ব্যক্তির চিন্তাভাবনার বিষয়কে, খেলামন নিয়ে আলোচনা করতে হবে। অপরকে উৎসাহিত করতে হবে এই কাজ করার জন্য
- সংবেদনশীলতা : প্রত্যেক ছাত্রকে অদ্বিতীয় এবং মূল্যবান হিসাবে দেখতে হবে।
- মূল্য আরোপিত : প্রত্যেক মানুষের সম্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংবেদনশীল হতে হবে।
- জ্ঞানী - সর্বক্ষণ জ্ঞান অন্বেষণে রত থাকতে হবে।
- সৃষ্টিশীল - উদ্ভাবনী এবং নতুন চিন্তাভাবনা উন্মেষ ঘটাতে হবে।
- সহনশীল - নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করা।
- অঙ্গীকার - পেশা এবং ছাত্রদের প্রতি করতে হবে।

1.2.4 – বর্তমান সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং এই অবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব ও ভূমিকা-

- **বর্তমান সমাজের পরিবর্তনের প্রকৃতি** - আপনি অনুধাবন করেছেন যে ICT'র হস্তক্ষেপে বিশ্বসমাজ ব্যবস্থার ভয়াবহ রূপান্তর ঘটেছে। ICT আমাদের জীবনে প্রতিটি বিষয়কে প্রভাবিত করছে। এই নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে গত দুই দশক ধরে। এই পরিবর্তনের কোন নজীর লক্ষ্য করা যায় না। যেভাবে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটছে বর্তমান সমাজ যেভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তাতে আগামী ১০০ বছর পর মানুষের জীবন কল্পনা করা যাবে না। কিন্তু যে কেউ আগামী ১০-২০ বছরে মধ্যে নিজের জীবন সম্পর্কে একটি ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

নোট

আগামীকালের সমাজ কেমন হবে সে সম্পর্কে কী ছবি ফুটিয়ে তোলা যাবে। সমাজ পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার কাঠামোর ধারণার ক্ষেত্রে কী ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে। কীভাবে বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটছে। আজকের শিক্ষা কী আগামী কাল প্রাসঙ্গিক অথবা আমরা কী ভুল পথে এগোচ্ছি। এই পরিবর্তিত সমাজে সিক্ষার জন্য এমন একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রয়োজন যা এই নতুন সামাজিক কাঠামো এবং নজীর বিহীন প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

- **যোগাযোগ মুক্ত জ্ঞান নির্ভর সমাজ ঃ** ICT'র প্রভাবে বিগত দু'দশকে সারা পৃথিবীতে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। ICTটর যন্ত্রত কৌশল যে ভাবে সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছি। তাতে শিক্ষা সহ সমগ্রহ জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, কমপিউটার এর ব্যবহার যেভাবে আশ্চর্যজনক ভাবে বেড়েছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। প্রতিদিনই এর ব্যবহার নতুন নতুন জায়গায় বেড়ে চলেছে। অপর দিকে এই গুলো এত সস্তা যে গরীব মানুষও এর ব্যবহার করছে। বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা সমন্বিত দেশে, কোটি কোটি মানুষ বর্তমানে মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ইন্টারনেট, কমপিউটার সুযোগ সুবিধায় যুক্ত হয়েছে। দিন দিন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

  ০৭/১০/২০১১ তারিখে প্রাপ্ত IRAI এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে তন্মধ্যে ৪ কোটি ইন্টার নেট ব্যবহার করে মোবাইল ফোন এর মাধ্যমে। ২০১১ সালের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় ভারতে প্রায় ৮৬ কোটি মোবাইল ফোনের গ্রাহক এবং প্রায় ৮৯ কোটি মানুষের টেলিফোন সংযোগ আছে। প্রতিমাসে মোবাইফোন ও টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছে প্রায় ১১ কোটি করে।

  যখন বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় সব জিনিষের দাম উর্ধ্বমুখী হচ্ছে সেখানে কেবলাত্র এই পণ্যসামগ্রী দিনের দিন সস্তা হচ্ছে। কিন্তু শিখন প্রক্রিয়ায় এর ব্যবহারের গতি খুবই শ্লথ।

  শিক্ষা প্রক্রিয়ায় ICT'র প্রয়োগ : বর্তমান শিক্ষা প্রক্রিয়া ICT'র প্রয়োগ উপকরণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। আমরা দেখতে পাই ICT খুবই প্রয়োজনীয় পাঠক্রম উন্নয়ন এবং বক্তৃতা পদ্ধতিতে, শিখন প্রক্রিয়ায়, পরীক্ষা গ্রহণ এবং মূল্যায়ন যেমন অনলাইন পরীক্ষা, (বিপুল সংখ্যক) অন ডিমান্ড্ পরীক্ষা (ব্যক্তিগত) পাঠ্যসূচী আদান প্রাদন এবং নতুন শিখন প্রক্রিয়া যেমন একসঙ্গে কাজ করা শিখন এবং উন্নয়ন, অনলাইন শিখন প্রভৃতি।

  বর্তমানে শিক্ষক নতুন শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন শিখন পরিবেশ নিয়ে বলবেন। তাঁরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করবেন পরিবর্তিত ব্যবস্থায় কিভাবে শিখন সহজ সাধ্য করা যায়। বর্তমান ছাত্ররা এই সংযুক্তকরণ সমাজে-আগামী পঞ্চাশ বছর সক্রিয় জীবন কাটাবে। সেই কারনে এই

নোট

বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার তাদের প্রয়োজন দক্ষ, গুণ সম্পন্ন, যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা। শিক্ষা হল সমাজ পরিবর্তনের একটি মাধ্যম যার সাহায্যে গড়ে ওঠা নতুন সমাজের প্রয়োজন মেটাতে পারে। শিক্ষা এই জ্ঞান নির্ভর সমাজে শিক্ষক কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচী নির্ভর স্বাক্ষর তা তিনটি উপাদান নির্ভর (পড়া/লেখা/অঙ্ক) নয়। বরং কর্মসূচী নির্ভর কমপিউটার স্বাক্ষরতা এবং দক্ষতা যা শিখনকে সহজ সাধ্য করা যায় আমাদের সংস্কৃতির মূল্যের নিরিখে নয়, বিশ্ব ব্যবস্থার মূল্যের আঙ্গিকে।

পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত কর্মকান্ড শুধুমাত্র প্রথাগত শ্রেণীর মধ্যে আটকে না রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে, সুশিখন, চ্যাট, ফেসবুক, টুইটার দলগত আলোচনা ইত্যাদি পরস্পর সম্পর্কিত ক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রথাগত শিখন পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, অনেক নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি যেমন স্বসিখন, একসঙ্গে কাজ করা, প্রযুক্তির সাহায্য, অভিজ্ঞ ও উপদেষ্টার তত্ত্বাবধান শিখন প্রক্রিয়া অনেক সহজ সাধ্য হয়েছে।

- **শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা :** শিক্ষা সংক্রান্ত পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটছে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে। শিক্ষার্থী হল প্রধান তার শিখন প্রক্রিয়ার কৌন কৌশল তিনি নির্বাচন করবেন। নতুন শিখন পদ্ধতিতে যেমন সহযোগীতামূলক একসঙ্গে কাজ করা, স্বলিখন ই-লার্নিং, দলগত শিখন, সোসাল নেটওয়ার্ক যেমন ব্লগ/ফেসবুক/টুইটার/ওয়েবপেজ প্রভৃতির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। নতুন শিখন বিজ্ঞান পদ্ধতি বেশী ফলপ্রসু প্রথাগত শিখন বিজ্ঞান পদ্ধতির থেকে।
- **গড়ে ওঠা সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা :** সমাজজাগানো প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষকের নতুন ভূমিকার সৃষ্টি করছে Lorillard's Conversation model চার ধরনের ভূমিকার উল্লেখ করেছে। যেমন, যুক্তি নির্ভর, নতুন ব্যবস্থায় দক্ষ, মিথস্ক্রিয়া, চিন্তা প্রবণ।

নতুন পৃথিবীতে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা সম্পাদন করতে হয়।

- প্রযুক্তি সংস্কৃতির উন্নত এবং প্রশিক্ষিত করা
- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ক্রিয়া সংক্রান্ত কর্মী এবং পরিবর্তিত সমাজের প্রতিনিধি
- শিখন প্রক্রিয়া একজন ব্যক্তি এবং এই প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য
- শিখন প্রক্রিয়ার উপকরণ করে তোলা উন্নয়ন ঘটানো
- ক্রিয়াশীল গবেষক
- আচরণ বিজ্ঞানী

নোট

- পাঠ্যসূচী পরিকল্পনা ও নিষ্পন্ন করা
- শিক্ষামূলক ব্যবস্থার পরিকল্পনা

কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই ধরণের শিক্ষক প্রস্তুত করতে পারবে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন কালের 'গুরু'র সাথে বর্তমান পেশাদার শিক্ষকের অনেক বিষয়ে সাদৃস্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উভয় সময়ের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই-উভয়ের তুলনা করার পূর্বে, এটা দেখা প্রয়োজন যে অবস্থা এবং পরিস্থিতি যার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা অতিবাহিত করেছে। আধুনিক শিক্ষা কীভাবে গড়ে উঠল এবং শিক্ষকের ভূমিকা ও উপলব্ধির ক্ষমতা কীভাবে পরিবর্তিত হল বিশেষ করে এই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। RTE আইন শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ববোধ সংক্রান্ত নির্দেশ দান করেছে।

বর্তমান ভারতীয় শিক্ষার সূচনা : প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব বৈদিক যুগের শেষে এবং মোঘল যুগের সময়, মিশনারী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ভারতের জনগণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। ইংরজী শিক্ষা গীর্জার মাধ্যমে। দেশীয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা, মাদ্রাসায় পারসী এবং আরবী শিক্ষা হয়েছিল তখনকার শাসক এবং ধনী ব্যক্তিদের সমর্থনে যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত ছিল। যা হোক এই দেশে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতকের শুরুতে।

ভারতের ইতিহাসে চার্টার আইনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষ্য ব্যবস্থা সরকারীভাবে শুরু হয়। প্রতি ২০ বছর অন্তর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণী সৃষ্ট চার্টার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নবীকরণ হয়। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে যখন নবীকরণের জন্য উত্থাপিত হয় তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণীকে নির্দেশ দেয় প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত করে রাখার জন্য। যা দিয়ে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন এবং বিস্তৃতি ঘটানোর জন্য। ভারতের স্থানীয় শিক্ষিত মানুষের উৎসাহদান, ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রসার ঘটানো।" সরকারীভাবে এই প্রথম ব্রিটিশ ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থার করেছিল রাণী এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

1.3.1 ম্যাকলে মিনিটি

ভারতে প্রধান পরিষদের সদস্য হিসেবে ১৮৩৪ সালে ১০ই জুন ভারতে (মাদ্রাজ) পৌঁছান। উইলিয়ম বেনটিক সেই সময় গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি ১৮৩৮ সালের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে ফিরে যান এবং লেখক হিসাবে তার জীবন শুরু করেন। ম্যাকলে ভারতে ছিল প্রায় চার বছর কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর কর্মকান্ডের জন্য মনিকোঠার স্থান করে নিয়েছিলেন।

নোট

ইংরেজী শিক্ষার প্রাধান্য ঃ- বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করে লর্ড ম্যাকুলে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সংক্রান্ত জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে এই বিষয়ের একটি স্মারক লিপি প্রস্তুত করেন এবং বিতরন করেন। তিনি নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিখন প্রক্রিয়ার ব্যাপার স্থানীয় বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান ও ভাষা যেমন সংস্কৃত, আরবী এবং পারসী এবং ইংরাজীর মাধ্যমে পশ্চিমী বিজ্ঞান সিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য বিখ্যাত ম্যাকলে মিনিটএর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিহাস এর মধ্যে ছিল এবং আমরা দেখেছি তিনি কত প্রভাবশালী ছিলেন। প্রায় ১০০ বছর সময় লেগেছিল এটা ভাবতে যে স্বদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা ছিল মূল শিক্ষা যা মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৭ সালে ওয়াধা সম্মেলনে প্রস্তাব করেছিলেন। এখন কী ম্যাকলের ২০০ বছর পরেও বর্তমান ব্যবস্থা সংক্রামিত হয়েছে ম্যাকলের অশরীরী আত্মার দ্বারা বিভিন্ন রূপে, যেমন পিতামাতার পছন্দ এখনও তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়।

ম্যাকলে আরবী ও সংস্কৃতর মত স্থানীয় ভাষায় বাতিল করে দিয়েছেন ইংরাজীর বিষয়ে। কারণ তিনি মনে করেন ইংরাজী অপেক্ষাকৃত ভাল উভয় ভাষার তুলনায়। তিনি ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলেন যে একটি ভাল ইউরোপিয়ান গ্রন্থাগারে সমস্ত স্থানীয় সাহিত্যের এবং আরবী সাহিত্যের বই এর জন্য একটি তাকই যথেষ্ট। পশ্চিমী সাহিত্যের সহজাত শ্রেষ্ঠতা সত্যিই স্বীকার করা হয়েছে.....। তিনি আরও বলেছেন যে ভারতে শাসক শ্রেণী ইংরাজী ভাষায় কথা বলেন। স্থানীয় ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর মানুষও সরকারের সাথে ইংরাজী ভাষায় কথা বলেন। সেই কারণে সংস্কৃত ও আরবী ভাষার কলেজের জন্য আমরা যা ব্যয় করি তা মূল্যহীন। ভুলকে চাম্পিয়ান করার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হয়।

তিনি আরও বলেন, এটা প্রায় আমাদের পক্ষে অসম্ভব যে সীমাবদ্ধ উপায় উপকরণ নিয়ে বিশাল সংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা। আমাদের চেষ্টা করতে হবে বর্তমান ব্যবস্থায় এক শ্রেণী তৈরী করা যারা আমাদের এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ব্যাখ্যা কর্তা হিসাবে থাকবে যারা রক্তে এবং রঙে ভারতীয়, কিন্তু ইংরাজী রুচিতে মতামত এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে ম্যাকলে মিনিট এবং 'চুইয়ে পড়া নীতি' ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিক গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। প্রায় দুশতক ধরে ম্যাকলে মিনিট ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত রচনা করেছেন। এখনও ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ম্যাকলে বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত এবং স্বাধীনতা পরও আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

নোট

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা - 2

(a) চুইয়ের পড়া নীতি 'তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করুন

.....

.....

.....

(b) ম্যাকলে সরকারী অর্থ প্রাচ্য সাহিত্যের তুলনায় ইংরাজী ভাষার উন্নয়নে ব্যয় করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

.....

.....

.....

1.3.2 উড ডিস প্যাচ

সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাংগঠণিক কাঠামো : আপনি লক্ষ্য করেছেন কিভাবে মাকলে মিনিট লর্ড বেন্টিকের শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করেছিল। যা প্রায় পরের 40 বছর কার্যকরী ছিল। 1853 সালে যখন কোম্পাণী চার্টার পুন:নবীকরণের ব্যবস্থা হয়, তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশকৃত সংস্কার নিয়ে তৈরী হয় চার্টার অফ এডুকেশন যা উউ ডিসপ্যাচ ১৮৫৪ হিসেবে পরিচিত। উডডিসপ্যাচকে বিবেচনা করা হয় ভারতে ম্যাগনা ক্যার্টা অফ এডুকেশন হিসাবে।

ডিসপ্যাচ হল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বাত্মক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের জনগণের শিক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কোম্পাণির যা কখনও অবহেলা করা যাবে না। ভারতের সিক্ষার ক্ষেত্রে ডিসপ্যাচ এক নতুন দিক নির্দেশ করে এবং যার প্রভাব বর্তমান ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার লক্ষ্য শুরু ও প্রসারিত হয়েছিল ইংরাজী ভাষার দ্বারা ইউরোপিয়ান কলা, বিজ্ঞান দর্শন, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় ভাষা প্রসারণের জন্য উৎসাহ দেওয়া হত। সরকারী চাকুরী বিশেষ শ্রেণী তৈরী করাই ছিল এবং প্রধান লক্ষ্য। এই কারণে জন শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত।

সর্বপ্রথম উডের ডিসপ্যাচেই পাচটি প্রদেশের জন্য অর্থাৎ বম্বে, মাদ্রাস, পাঞ্জাব এবং নর্থ ওয়েষ্টান প্রভিন্স পৃথকভাবে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাদপ্তর খোলার সুপারিশ করে। উচ্চশিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ পরিকাঠামো সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে। তারা পরীক্ষা নেবে এবং বিভিন্ন বিষয় ও ভাষার উপর শংসাপত্র প্রদান করবে যা ১৮৫৭ সালে ভারতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালকাটা, বম্বে এবং মাদ্রাজে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

নোট

ডিসপ্যাচ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এর উপর সুপারিশ করেছিল যেমন সারা ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মধ্যবর্তী মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে, বিদ্যালয় গুলোর জন্য আর্থিক অনুদান নারী শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মানুষের বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন এবং অন্যান্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

ভারতের উডের ডেসপাচের গুরুত্ব ছিল বিপুল পরিমান তার কারণ ভারতে ভবিষ্যত শিক্ষা পরিকল্পনা উন্নয়নে অনেক সুপারিশ ছিল। অনেক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর যেমন শিক্ষার স্তর, মাধ্যম, নতন কর্মপরিকল্পনা যা ভারতে ভবিষ্যৎ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে এবং যার ফল সুদূর প্রসারী।

মূল দলিলের ভবিষ্যতের জন্য যে বন্দোবস্থ করা ছিল তার গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এই ব্যবস্থা মাধ্যমিক এবং কিছু পরিমানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশেষ মর্যাদায় উন্নিত করেছিল। এটা লক্ষ্য করা গেছে ডিসপ্যাচের অনেক সুপারিশ দীর্ঘদিন ধরে মান্যতা দেওয়া হয় নি, আবার কিছু কিছু সুপারিশকে বিকৃত রূপে কার্যকর করা হয়েছিল। ডিসপ্যাচের ৩০ বছর পর সরকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে। ব্যক্তিগত মালিকানা কে উৎসাহিত করা হত না।

জনশিক্ষা প্রসারে কাজ হয় নি, এমন কী ভাষা সংক্রান্ত উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে উঠে নি। সার্বজনীন স্বাক্ষরতা প্রসারে উদ্যেগ নেওয়া হয় নি। ১০০ বছর পরেও ডিসপ্যাচের বিষয় ভারতে বাস্তব রূপ নেয় নি। আপনি জানেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণীর পতন ঘটে এবং সরকার সরাসরি ব্রিটিশ রাণীর অধীনে চলে আসে এর ফল স্বরূপ সামাজ্যকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয় এবং শিক্ষা কিছু পরিমানে অবহেলিত হয়।

আপনার অগ্রগতির পরীক্ষা - 2

(a) উড্ ডিসপ্যাচের দুটি মূল সুপারিশ উল্লেখ কর।

.....

.....

.....

(b) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কোন দিকটি উড্ ডিসপ্যাচের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

.....

.....

.....

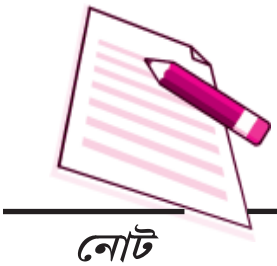

নোট

1.3.3 হান্টার কমিশন

শিক্ষার বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা : 1882 সালে হান্টার কমিশনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই ভাবনা নিয়ে যে, এই কমিশন পরীক্ষা করে দেখতে যে 1854 সালে উড জিসপ্যাচ এর সুপারিশ হলো বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা - বিদ্যালয় শিক্ষা মূলত ও উচ্চবিদ্যালয়ের দুটি শাখা : একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং অপরটি বাণিজ্য, বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী শিক্ষা। এটাই ছিল বিদ্যালয় পাঠ্যসূচী কে বিভক্তকরণ করা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলন করা। যা হোক নির্দিষ্ট সুপারিশ সত্ত্বেও এবং হান্টার কমিশনের বাণিজ্য, বৃত্তিমূলক অথবা সাহিত্য সংক্রান্ত নয় এমন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সাধারণ মানুষ এমন কি সরকারও এই ধরণের ব্যবহারিক শিক্ষার মূল্যের উপর কোন গুরুত্ব দেয় নি, বলা যায় পুরোপুরি বাতিল করেছে।

1.3.4 ইউনিভারসিটিজ কমিশন

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে বিদ্যালয় : 1902 সালে একটি নতুন কমিশন গঠন করা হয়েছিল এটা পরীক্ষা করার জন্য যে ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর অবস্থা এবং সম্ভাবনা কী রকম। কমিশন সুপারিশ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন ব্যবস্থার পুর্নগঠন, কলেজ গুলোর উপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কঠোর নজরদারি, কঠোর এবং সুপরিকল্পিত পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং অনুমোদন ব্যবস্থা। পাঠ্যসূচীর আমূল পরিবর্তন। সব থেকে প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ হল যে, এই সুপারিশের পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হয় - 1904 সালে প্রণীত Indian Universities Act অনুযায়ী বিদ্যালয় গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিতে হবে এবং বিদ্যালয় গুলোর জন্য নিয়মকানুণ প্রণয়ন করবে বিশ্ববিদ্যালয়।

1.3.5 সাডলার কমিশন

ইন্টারমিডিয়েট কলেজ : 1917 সালে সাডলার কমিশনের পর্যবেক্ষণ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। কলেজ পাঠ্যসূচীকে দুটি শাখা বিভক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সাডলার কমিশন সুপারিশ উচ্চ শিক্ষাকে দুটি শাখার বিভক্ত করে ম্যাট্রিকুলেট স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থার থেকে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ তৈরী করা যেখানে কলা বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা প্রযুক্তি বিদ্যা সিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এই ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গুলো একক ভাবে পরিচালিত হতে পারে অথবা নির্বাচিত উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। আরও সুপারিশ করা হয় মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য একটি পর্ষৎ গঠন করতে হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই পর্ষদই নিয়ন্ত্রণ করবে। সম্ভবত : + 2 স্তর অথবা জুনিয়ার কলেজের ধারনা সাডলার কমিশনে লক্ষ্য করা যায়।

সাডলার কমিশনের সুপারিশ সর্বাত্মক ছিল এবং ভারতে বহু বিশ্ববিদ্যালয় এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত করেছিল। সাডলার কমিশনের সুপারিশ ছিল উচ্চবিদ্যালয়ের সাথে ইন্টারমিডিয়েট স্তরকে

নোট

যুক্ত করা এবং শিক্ষা পর্ষদ গঠন করে উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষা এবং ইন্টার মিডিয়েটে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

1.3.6 হার্টোগ কমিটি

হার্টোগ কমিটিকে নিয়োগ করা হয়েছিল পর্যালোচনা করে দেখার জন্য যে মাধ্যমিক শিক্ষা এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা। এই ত্রুটি দূর করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছিল যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে ঝোঁক এবং এর জন্য বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীকে বহুমুখী করতে হবে। কমিটি আরও সুপারিশ করেছিল যে মধ্যবতীস্তরের শিক্ষার শেষে শিল্প এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত পেশা বেছে নিতে পারে যেখানে তারা শিল্পও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষা নিতে পারে। কমিটি পর্যালোচনা করেছিল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং মাধ্যমিক শিক্ষকদের চাকুরীর শর্ত সংক্রান্ত বিষয়।

1.3.7 সপ্রু কমিটি

বিভাজিত বৃত্তিমূলক কার্যধারা : ১৯৩৪ সালে ইউ.পি. সরকার সাপ্রু কমিটি নিয়োগ করে অনুসন্ধান করার জন্য যে কেন বেকার সমস্যা কমিটি বসেছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা কেবলমাত্র শংসাপত্র পাওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা নয়। কেবলমাত্র শংসাপত্র পাওয়ার জন্য, বৃত্তিমূলক শিক্ষা নয়। কমিটি মনে করে মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যসূচীকে বিভাজিত করা প্রয়োজন। কমিটি সুপারিশ করেছিল মাধ্যমিক স্তরের বিভাজিত পাঠ্যসূচীকে চালু করতে হবে - যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত থাকবে। ইন্টারমিডিয়েট স্তর বন্ধ করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে এক বছর বৃদ্ধি করতে হবে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পরই বৃত্তিমূলক শিক্ষাক চালু করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তর তিন বছরের হবে।

1.3.8 অ্যবট-উড রিপোর্ট

পলিটেকনিক :- 1935 সালের Central Advisory Board of Education এর প্রস্তাব অনুযায়ী দুজন বিশেষ পরমর্শদাতা মেসার্স অ্যাবট এবং উডকে আমন্ত্রণ জানানো না হয় ১৯৩৬ সালে সরকার পরমার্শ দেওয়ার জন্য যে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সমস্যা হলে কী কী। 1937 রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় যে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণী কাঠামোর মত মৃত্তিমূলক সিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান্তরাল শ্রেণী কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তাদের সুপারিশের ফলস্বরূপ নতুন ধরনের কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান তথা পলিটেনিক গঠে উঠে। বিভিন্ন প্রদেশেও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন বিভিন্ন পাঠক্রম যেমন কারিগরী, বাণিজ্য, কৃষিবিজ্ঞান সংক্রান্ত উচ্চমাধ্যমিক শুরু হয়।

1.3.9 জাকির হুসেন কমিটি রিপোর্ট

ওয়ার্ধা স্কিম বেসিক 1937 - বেসিক এডুকেশণ :- যখন প্রাদেশিক সরকার 7টি প্রদেশে দেশীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়, তাদের চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত ছিল শিক্ষা সংস্কার করার জন্য। 1937

নোট

সালে অক্টোবর মাসে সারাভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। জাতীয় স্তরে এই সময়কালে শিক্ষা পদ্ধতি হবে হস্তচালিত এবং উৎপাদনক্ষম। অন্যান্য প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে হস্তশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের সংযুক্ত করা হবে। এই সম্মেলন আশা করে যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ক্রমবর্দ্ধমান। এই ব্যবস্থার শিক্ষকদের পাবিশ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ও অন্তভূক্ত করবে।

এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ড.জাকির হুসেন। কমিটি 1937 সালে 2 ডিসেম্বর তার রিপোর্ট পেশ করে। যা ওয়ার্ধা স্কিম অথবা বেসিক এডুকেশন নামে পরিচিত। রিপোর্টে যে কর্মসূচীর কথা উল্লেখ আছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো হল :-

(i) সমগ্রশিক্ষা পরিচালিত হবে কিছু শিল্প কারখানা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সমবায় ধারণার ভিত্তিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই শিক্ষা হবে কর্মকেন্দ্রিক।

(ii) শিক্ষা হবে স্বয়ম্ভর পূর্ণ যেখানে শিক্ষকের পারিশ্রমিক বিষয়ও থাকবে। এই শিক্ষা সমাপ্তর পর ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের ভরন পোষণ করতে পারবে।

(iii) প্রত্যেক ব্যক্তি শিখবে কিভাবে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য রোজগার করতে হয়।

(iv) শিখন প্রক্রিয়া বাড়ীর সঙ্গে সম্প্রদায় গ্রামীণ হস্তশিল্প এবং পেশার সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত থাকবে।

শিক্ষানীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব গভীর ভাবে পরিলক্ষিত হয় বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা স্বাধীন ভারতের সংবিধানের লক্ষ্য করা যাবে।

1.3.10 সার্জেন্ট রিপোর্ট

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা :- 1944 সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ শিক্ষার উপর একটি সামগ্রিক রিপোর্ট পেশ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেটা সার্জেন রিপোর্ট নামে পরিচিত। একটি ধারণা করা হয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এমন যেখানে 3-6 বছরের শিশুর জন্য প্রাক-প্রাথমিক ব্যবস্থা, 6-11 বছরের শিশুর জন্য সার্বজনীন বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক শিক্ষা। ১১-১৪ বছরের শিশুদের জন্য ওয়ার্ধার স্কিম অনুযায়ী উচ্চ-প্রাথমিক শিশুদের জন্য ওয়ার্ধার স্কিম অনুযায়ী উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা অথবা মধ্যস্কুল শিক্ষা এবং এটাই হবে বিদ্যালয় স্তরে চূড়ান্ত পর্যায়। রিপোর্টে আরও সুপারিশ করা হয় যে মহাবিদ্যালয় স্তর বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হবে। এই পাঠ্যসূচী এমনভাবে পরিকল্পনা করা হবে যে

নোট

ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার শেষে যে কোন শিল্প কারখানা অথবা বাণিজ্যে নিজের পেশা বেছে নিতে পারে। এমন কী বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্ত্তী হতে পারবে। সুপারিশ বলা হয়েছে উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষা হবে ৬ বছরের। ভর্ত্তীর বয়স সীমা হবে ৬ বছর । উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষা হবে মূলত: দুধরনের (a) অ্যাকাডেমিক (b) টেকনিকাল। ডিগ্রি শিক্ষা হবে ৩ বছরের জন্য কিছু নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য। উভয় শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা করা যা সমাপ্ত করে পরবর্তীকালে নিজেদের জীবনে উন্নতি বিধান করতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষাদানের মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

সার্জেন্ট কমিটির আরো সুপারিশ ২০ বছরের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। শিক্ষকদের প্রকৃত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যস্থা থাকবে, শরীর শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা থাকবে, সামাজিক এবং বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষাকেন্দ্র গুলোতে শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ সর্বপ্রথম-সর্বাত্মক সুপারিশ শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষায় - প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় একই সঙ্গে কারিগরী, বৃত্তিমূলক এবং পেশাগত শিক্ষায়, সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সমান সুযোগ কথা বলা হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষা পেশায়। বেতন ও পেশা সংক্রান্ত বিষয়ের উন্নত মানের করা। সুপারিশ করা হয়েছিল উৎপাদন সম্পকিত শিক্ষা। চাকুরী জনিত সমস্যার বিষয়ে অবগত হয়ে তারা মনে করেন এই শিক্ষা চাকুরী জনিত সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত এই সুপারিশ স্বাধীন ভারতে শক্তিশালী ভিতের সূচনা করেছে।

1.4 সারসংক্ষেপ

এটি কার্যধারার প্রথম একক। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা একটি সামাজিক সংস্কৃতিক প্রেক্ষিত-এই বিষয়টি বর্ণনা করে দেখায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতা পূর্ব ব্যবস্থা পর্য্যন্ত। এই এককটি একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ভারতে বৈদিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল। ঐ সময়ে শিক্ষাকে ভীষণ গুরুত্ব দেওয়া হত এবং জ্ঞানকে তৃতীয় চক্ষু হিসেবে বিবেচনা করা হত। শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল নি:সন্দেহ দাসত্ব মুক্ত করা। পার্থিব বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও বিদ্বজনের অনুসৃত কর্মপ্রণালী থেকে জ্ঞান অর্জন করা, আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা শক্তি, চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সৃষ্টি, সংরক্ষণ, সংস্কৃতি লালন করা এগুলোই ছিল প্রাচীনকালের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

গুরুকুল ব্যবস্থায় যে শিক্ষা ছিল তা কিছুটা বাসস্থান থেকে দূরে। গুরু সবছাত্রকে সমান মর্যাদা দিতেন। গুরু সমাজে খুব সম্মানের জায়গায় থাকতেন। গুরুই ছিলেন ছাত্রের শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন অভিভাবক। সেই সময় শিক্ষা ছিল মৌখিক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কথোপকথনের মাধ্যমেই শিক্ষা গ্রহণ হত। ছাত্রদের

নোট

জীবনের অংশ হিসেবে ছিল বিতর্ক সভা, আলোচনা সভা, আকৃতি পাঠ। গুরুকুল ব্যবস্থা মধ্যযুগ পর্য্যন্ত টিকে ছিল। মুসলিম ছাত্রদের জন্য মসজিদে মকতব এবং মাদ্রাজা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ইসলামী শিক্ষা দিতেন মোল্লা এবং মৌলবী।

মধ্যযুগে মূল শিক্ষা প্রচলন করেছিল মিশনারী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী। গীর্জার মাধ্যমে চালু ছিল ইংরাজী শিক্ষা। দেশীয় মন্দিরে চালু ছিল সংস্কৃত শিক্ষা, মসজিদে চালু ছিল পারসী এবং আরবী শিক্ষা, যতক্ষন না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যা হোক বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উৎস হল 1935 সালের ম্যাকলে মিনিটস। ম্যাকলে ইংরাজীর বিপক্ষে স্বদেশী ভাষা শিক্ষা বাতিল করে দেয়। যদিও ম্যাকলে ভারতে চার বছর ছিলেন কিন্তু এর মধ্যে চিরদিনের জন্য লক্ষলক্ষ ভারতীয়দের ভাগ্য নির্দিষ্ট করে গেছেন।

এই একক 1853 সালে উড ডেসপ্যাচ নিয়েও আলোচনা করেছে। ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি সংগঠিত রূপ আনয়ন করেছে। উড ডেসপ্যাচ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বাত্মক শিক্ষাসংক্রান্ত দলিল যা ভারতীয় শিক্ষায় অনণ্য স্থান গ্রহণ করেছে।

আবার এই একক এ 1982 সালের হান্টার কমিশন এর সুপারিশ যা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিকরণ এর উপর জোর দিয়েছিল। 1902 সালে ইউনিভার্সিটিস কমিশন এর সুপারিশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল, এই একক এ হারটগ কমিটি, সাপ্রু কমিটি, অ্যাবোড-উড রিপোর্ট, জাকীর হুসেন কমিটি রিপোর্ট (ওয়ার্ধা কর্মসূচী 1937) এবং সার্জেন্ট রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটা খুবই উৎসাহের যে সার্জেন্ট রিপোর্ট ছিল সর্বাত্মক, শিক্ষার সব দিক এর মধ্যে অন্ত:ভুক্ত হয়েছে। এই সুপারিশ ভারতের শিক্ষাকে শক্ত ভিত্রে উপর দাঁড় করিয়েছিল।

1.5 নির্বাচিত বই

1. আটেকর, এ.এস. (1951) এডুকেশন ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া, নোড্ কিশোর এ্যান্ড ব্রাদাস, এডুকেশন পাবলিশার (ফোর্থ এডিসন), বেনারস

2. গর্ভণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (1965) মিনিট বাই দি অনারবল টি.বি.ম্যাকলে, তারিখ 2 ফেব্রুয়ারী 1835 : বড়ো অফ এডুকেশন, সিলেকশন ফর্ম এডুকেশনাল রেকর্ডস, পার্ট - ১, (1781-1839). এডিটেড বাই এইচ সার্ফ, ক্যালকাটা, সুপারিনটেনডেন্ট, গর্ভণমেন্ট প্রিন্টিং 1920। দিল্লী নেশনাল অ্যাকটিভিটিস অফ ইন্ডিয়া।

নোট

3. ম্যাকলে মিনিট 1835 (2 : 10)

4. ম্যাকলে মিনিট 1835 (2 : 12)

5. ম্যাকলে মিনিট 1835 (2 : 24)

6. ম্যাকলে মিনিট 1835 (2 : 34)

7. এডুকেশন কমিশন অ্যান্ড কমিটি -রেট্রস পেকট।

8. রিপোর্ট অফ দি ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন, ভল - 1 (পৃষ্ঠা 11)

9. রিপোর্ট অফ দি ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন, ভল - 1 (পৃষ্ঠা 22-23)
রিপোর্ট অফ দি সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন, (পৃষ্ঠা 11-13)

10. মুখার্জী, এস, এন, - (১৯৫৯ হিস্টরি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, (পৃষ্ঠা 166-168)

11. মুখার্জী ঐ (পৃষ্ঠা 187-189)

12. রিপোর্ট অফ দি সেকেন্ডারী এডুকেশন কমিশন, (পৃষ্ঠা 14-15)

13. নুরুল্লা সৈয়দ এ্যান্ড নায়ক জে.পি. ''এ হিসটরি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া।

14. চৌবে, এস.পি-হিসটরি অফ ইন্ডিয়ান এডুকেশন বিনক পুস্তক মন্দির আগ্রা - 2005

15. ওয়ার্ধা এডুকেশন স্কিম - 1937

16. দি সার্জেন্ট রিপোর্ট (1944) ইন রামনাথ শর্মা, রাজেন্দ্র কুমার শর্ম্মা (1996) হিসটিরি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, অডানটিক পাবলিশর অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর।

17. ম্যাগনা কার্টা।

1.6 একক পাঠ পরিসমাপ্তি অনুশীলন

1. কোন ধরনের গুরুকে আপনি চান যার কাছে শিখতে চান অথবা পেশাদার শিক্ষকের কাছে

২. অনুসন্ধান করুন নিজের এলাকাতে এবং বোঝার চেষ্টা করুন নতুন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা। পিতামাতার গরিষ্ঠ অংশ কোন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন আগ্রহী। তাঁদের পছন্দের কারণ গুলো খুঁজে বার করুন এবং চেষ্টা করুন যাতে ঐ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়।

নোট

একক - 2 ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা - 2

কাঠামো

2.0 – ভূমিকা

2.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

2.2 – শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ/স্বাধীনোত্তর ভারতে বিভিন্ন কমিটি

2.2.1 – রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮-৪৯)

2.2.2 – মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২)

2.2.3 – নারী শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি (১৯৫৮) দূর্গাবাই দেশমুখ কমিটি

2.2.4 – কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬)

2.2.5 – যশপল কমিটি (১৯৯২)

2.3 – শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি (NPEs)

2.3.1 – NPE - 1968

2.3.2 – NPE - 1986

2.3.3 – প্রাথমিক শিক্ষণ সম্পর্কিত

2.4 – ৮ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো

2.5 – পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত মূলকাঠামো

2.5.1 – জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো (NCF) 2005

2.5.2 – প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীর অনুমান

2.6 – সংক্ষিপ্তসার

2.7 – বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের পরামর্শ

2.8 – একক পরিসমাপ্তির অনুশীলনী।

2.0 ভূমিকা

প্রথম একক আলোচনার সময় আমরা দেখেছি প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ধারনা, ব্যবহার এবং শিক্ষক হিসেবে গুরুর দায়িত্ব বৈশিষ্ট্য। আমরা এক দেখেছি স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে শিক্ষার বিবর্তন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সব থেকে বেশী অগ্রাধিকারের বিষয় ছিল স্বাধীন জাতীর জন্য গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরী করা। ভারতের সংবিধান কার্যকারী হয় 1950 সালের 26 শে জানুয়ারী।

নোট

সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল সংবিধান প্রবর্তনের সময় থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্য্যন্ত বালক বালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই এককে আপনি ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটির ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ এবং কার্যকারিতা তার মূল বিষয় গুলোর নীচের ছক এর সাহায্যে তুলে ধরা হল -

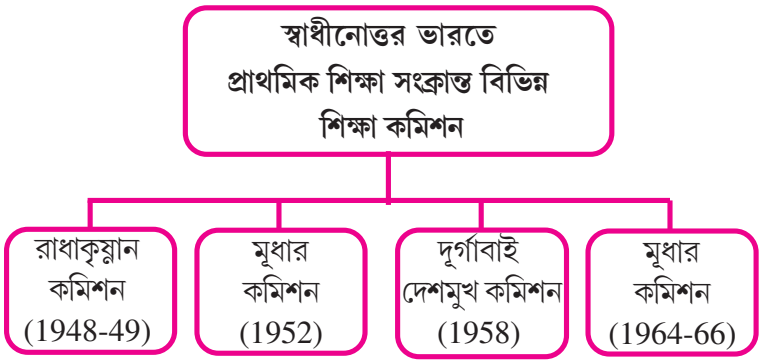

আপনি লক্ষ করবেন আধুনিক ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ মূলত শিক্ষার কাঠামো ও নীতির উপর। এই এককে ভারতে শিক্ষার বিবর্তন মূলত প্রাথমিক শিক্ষার উপর পর্যালোচনা করা হবে।

কিছু সময় অন্তর ভারত সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে মূল্যায়ন করেছে যেমন 1968, 1986 এবং 1992 এবং শেষে 2005। এই নীতিগুলোর এক শুভপ্রদ প্রভাব পড়েছিল প্রাথমিক শিক্ষার উপর আমরা ঐ নীতিগুলোর পর্যালোচনা করব এই এককে।

2.1 শিখনের উদ্দেশ্য

এই এককের বিষয়বস্তু পাঠ করার পর, আপনি জানতে পারবেন।

- বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের বিশ্লেষণ
- কোঠারী কমিশনের সুপারিশের অনন্য প্রকৃতির ব্যাখ্যা
- বিভিন্ন কমিশনের কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ এবং তার কার্যকারিতা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা।
- বর্তমান শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এবং তার ব্যাখ্যা।

নোট

- বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির লক্ষ্য এবং তার প্রাসঙ্গিকতা।
- জাতীয় শিক্ষা নীতির অবদান এবং তার ব্যাখ্যা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় তাঁর প্রভাব।
- জাতীয় শিক্ষানীতির (২০০৮) পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত মূল কাঠামোর মূল্যায়ন
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০০৫ এর বিষয়বস্তু এবং কার্য পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা।
- আট বছরের (৫ বছর প্রাথমিক ৩ বছর উচ্চ প্রাথমিক) প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোর সমালোচনা সহ আলোচনা।

2.2 স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা কমিশনের/কমিটির সুপারিশ সমূহ

ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উন্নয়নের উপর বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ সংক্রান্ত বক্তব্য। তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল।

১. রাধাকৃষ্ণান কমিশন – (1948 - 49)

২. মুদালিয়র কমিশন – (1952)

৩. নারী শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি – (1958)

৪. কোঠারি কমিশন – (1964 - 66)

৫. যশপাল কমিটি – (1948 - 49)

2.2.1 রাধাকৃষ্ণান কমিশন (1948-49)

১৯৪৮ সালে ড: এস.রাধাকৃষ্ণান কে চেয়ারম্যান করে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল এই চিন্তাভাবনা করে যে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নেতৃত্বদানের জন্য তুলে আনা।

রাধাকৃষ্ণান কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পরিবর্তন আনা : সংবিধানে উল্লেখ আছে : নিয়ন্ত্রণ, কার্যাবলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার : কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সাথে সম্পর্ক; অর্থসংক্রান্ত, ভর্ত্তীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা, শিক্ষকতা, পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠক্রম, পাঠক্রমের সময় সীমা, অনৈতিক বৈষম্য, শিক্ষার মাধ্যম, ভারতীয় সংস্কৃতির উপর উন্নত শিক্ষা, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন, ললিত বলা ইত্যাদি। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমণ্বয় সাধন করার জন্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন গঠনের

নোট

সুপারিশ করে রাধাকৃষ্ণান কমিশন। এই সুপারিশ গুলো গ্রহণ করা হয়েছিল। কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়।

যদিও প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কোন উল্লেখ নেই, তথাপি এই সুপারিশ প্রাথমিক শিক্ষা তথা মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষাকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাড় করিয়েছিল।

2.2.2 মুদালিয়র কমিশন (1952-53)

১৯৫২ সালে ড: এ.লক্ষণস্বামী মুদালিয়ারকে চেয়ারম্যান কবে ভারত সরকার সেকেন্ডারী এডুকেশন কমিশন গঠন করে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয় এবং এর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ এবং প্রাথমিক স্তর ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়গুলো ঠিকমত অনুধাবন করা এবং এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

মুদালিয়ার কমিশন শিক্ষকের সমস্যা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সুপারিশ করে। কমিশনের সুপারিশ উল্লেখ করা হয় যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য দুধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার।

(i) প্রাথমিক শিক্ষক শিখন প্রতিষ্ঠান পৃথক পর্ষৎ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হবে এবং সেই সমস্ত ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেবে যারা বিদ্যালয় চূড়ান্ত পরীক্ষার শংসাপত্র এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শংসাপত্র অর্জন করেছে। এই প্রশিক্ষণ হবে দুবছরের জন্য।

(ii) মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং স্নাতকদের ১ বছরের জন্য প্রশিক্ষণ দেবে, পরিকল্পনা নিতে হবে ২ বছর করার।

শিক্ষক শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে সহ-পাঠক্রমিক বিষয়ে উপর প্রশিক্ষণ নেবেন। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কলেজগুলো বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর রিফ্রেসার কোর্স, স্বল্প কালীন প্রশিক্ষণ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ হবে ওর্য়াকসপ এবং পেশাদার ব্যক্তিদের সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে।

বিভিন্ন ট্রেনিং কলেজগুলো শিক্ষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর গবেষণার ব্যবস্থা করবেন এবং এর জন্য পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় গড়ে তুলবেন। কমিশন কঠোর ভাবে অবৈতনিক প্রশিক্ষণ এবং আবাসন এর ব্যবস্থা করার জন্য কঠোর ভাবে সুপারিশ করেছেন।

এই সুপারিশ গুলো শিক্ষক শিক্ষণ বিশেষ করে চাকুরীরত শিক্ষকদের যারা প্রশিক্ষনের জন্য এসেছেন তাদের সুবিধা হবে।

নোট

2.2.3 নারী শিক্ষার উপর জাতীয় কমিটি ১৯৫৮, (দূর্গাবাঈ দেশমুখ কমিটি)

আমাদের দেশে নারীদের শিক্ষা সমস্যা, যারা ভারতের জন্যসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক স্বাধীনতার পর এই বিষয়টি ছিল সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার। কিন্তু আপনি জানেন যে ভারতীয় সমাজে নারী শিক্ষাই বিষয়টি সব সময়ই অবহেলিত। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্যানেল সুপারিশ করেছিল যে একটি উপযুক্ত কমিটি গঠন করে অনুসন্ধান করা যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বয়স্ক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রকৃতি এবং এই শিক্ষা তাদের সুখী জীবন কাটানোর ক্ষেত্রে সাহায্য বাড়ছে কিনা। ১৯৫৭ সালে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে সুপারিশ করা হয় যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে মহিলা শিক্ষার সমস্ত অনুসন্ধান করে দেখা।

সেই অনুসারে ১৯৫৮ সালের মে মাসে, সরকার মহিলা শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করেন এবং সেই কমিটির চেয়ারপারসন হলেন শ্রীমতী দূর্গাবাঈ দেশমুখ। ১৯৫৯ সালে এই কমিটি সুপারিশ করে যে, সর্বোচ্চ-অগ্রাধিকার দিয়ে বালক বালিকাদের শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হবে এবং এব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এই কমিটি আরও সুপারিশ করেছে মধ্য বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সহ:শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয় স্তর থেকে বালক বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। আরও বেশী করে বালিকাদের জন্য বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কমিটি ইচ্ছা প্রকাশ করে যে মায়েদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে, কর্মরত মায়েদের সন্তানদের মধ্যে শিশুভবন, মহিলা শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের চাকুরীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

তাই প্রাথমিক স্তরে এই সুপারিশে অনেক বিষয়ই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুকন্যা ও মহিলাদেরও উৎসাহিত করবে।

2.2.4 কোঠারী কমিশন (1964-66)

বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য ভারত সরকারের অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত সরকার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। অনুভূত হল যে সর্বস্তরের শিক্ষার জন্য একটি সর্বাত্মক শিক্ষা নীতির প্রয়োজন। তাই ১৯৬৪ সালে ড: ডি.এস.কোঠারীকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে ভারত সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের মূল কাজ হবে জাতীয় ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সকল স্তরের শিক্ষার জন্য একটি সাধারণত নীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

কমিশন ১২টি বিশেষ কর্মী বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য যেমন বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষী, কর্মি শিক্ষা ইত্যাদি ৭টি কার্য্যকরী গোষ্ঠী অনুসন্ধান করে দেখবে নির্দিষ্ট সমস্যা

নোট

গুলো এবং রিপোর্ট দেবে। বিশেষ কর্মী বাহিনী এবং কার্য্যকরী গোষ্ঠীর রিপোর্ট কমিশন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো গভীরভাবে এবং বিস্তৃত ভাবে পরীক্ষা করবে। কমিশন মনে করে যে সমাজ পুন:গঠনে শিক্ষাই হল একমাত্র হাতিয়ার এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে যে জাতী গঠন ও উন্নয়নে তারাও সরকারের অংশীদার। এটাই হল কোঠারী কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তি।

কমিশনের মূল লক্ষ্য এবং সুপারিশ গুলো নিম্নরূপ :

(1) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা

(a) বিজ্ঞানকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল উপাদান হিসাবে গড়ে তোলা।

(b) সাধারন শিক্ষার সম্পূর্ণ অংশ হিসেবে s.u.p.w চালু করা।

(c) কৃষি শিল্পের প্রয়োজনে বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রচলন।

(d) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা এবং শিক্ষা বিজ্ঞানের গবেষণার উন্নতি বিধান।

(2) আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গতির জন্য শিক্ষা।

(a) শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা ।

(b) দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার উন্নয়ন যেমন নিজস্ব প্রয়াসে শিক্ষা।

(c) সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা।

(d) বৃত্তিমূলক এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া দেশে উৎকর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা।

(3) সামাজিক এবং জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা।

(a) সরকারী শিক্ষায় সার্বজনীন বিদ্যালয় গড়ে তোলা।

(b) আধুনিক ভারতীয় ভাষার উন্নয়ণ।

(c) যত শীঘ্র সম্ভব হিন্দি ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করা।

(d) ছাত্রদের গোষ্ঠী জীবন যাপনে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা।

(4) জাতীয় মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা।

(a) নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

(b) এমন পাঠ্যসূচী তৈরী করা যার দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

(c) ছাত্রদের উৎসাহিত করতে হবে ধ্যান করার জন্য।

(d) সামাজিক ন্যায় এবং সমাজ সেবার উপর ছাত্রদের সামনে উচ্চ মত গড়ে তোলার জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

কোঠারী কমিশনের রিপোর্ট হল ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষের পর্যালোচনা। এমন কি

নোট

বর্তমানে প্রায় ৫০ বছর পরেও ভারতের ইতিহাসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে এক গভীর পর্যালোচনা। কমিশন সাধারন বিদ্যালয় ব্যবস্থার (CSS) পক্ষে চলেছে। জাতী, ধর্ম, মর্যাদা নির্বিশেষে কোনো বৈষম্য ছাড়া সকলের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা CSS সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কোঠারী কমিশন কতগুলো সুপারিশ করেছে। যেগুলো হল

- প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধি করা
- উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকারী, স্থানীয় সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোকে প্রকৃত সন্নিহিত অঞ্চলের বিদ্যালয়ের রূপান্তর করতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার ভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষায়, মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদান করে না এমন বিদ্যালয় গুলোকে বন্ধ করা।
- ১০ বছরের মধ্যে সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষা (CSS) বাস্তবায়িত এবং এই সংক্রান্ত নির্দিষ্ট আইন করা, নির্দিষ্টভাবে পূর্বের নির্বাচন পদ্ধতি, টিউশন ফি, মাথা পিছু দেয় টাকা পরিহার করা, প্রভৃতি ভাল পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু মূল ধারণা স্পষ্ট করা।
- পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু মূল ধারনা স্পষ্ট করা।
  - সাধারণ ও পেশাগত শিক্ষার অখন্ড পাঠ্যসূচী।
  - স্বস্তিদায়ক পেশাগত শিক্ষক এবং গবেষণা পরিচালনা করা
  - কার্যকরী শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন
  - অনুশীলন শিক্ষাদান হাতে কলমে শেখার একটি অংশ
  - শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত শিক্ষা সংশোদন করতে হবে শিক্ষার সকল স্তরের জন্য।

গত ৫০ বছরের বেশী সময় ধরে দেশে চেষ্টা করে যাচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ধরনের পরিকল্পনা আনায়। কিছু ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা গেছে। কিন্তু প্রক্রিয়ার গতি খুবই মন্থর।

2.2.5 যশপাল কমিটি (১৯৯২)

১৯৯২ সালে ভারত সরকার প্রফে: যশপাল কে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে একটি জাতীয় পরামর্শ দাতা কমিটি গঠন করে সুপারিশ করার জন্য কিভাবে বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়াশুনোর ভার কমানো যায়। পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত সমস্যা বিশ্লেষণ করে যশপাল কমিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে বিদ্যালয় শিশুদের পড়াশুনার ভার সংক্রান্ত সমস্যা শুধুমাত্র ত্রুটি ছিল পাঠ্যসূচী নয়, শুধুমাত্র অযোগ্য শিক্ষক নয়, বিদ্যালয়ের প্রশাসনের জন্য নয়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের জন্য নয়; এই সমস্যার মূল কারণ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর সঠিকভাবে ব্যবহারের অভাব এর জন্য। 'জ্ঞানের বিস্ফোরণ' এবং সংক্রামিত রোগের লক্ষণ এই ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

কমিটির অনুভব করে পাঠ্যসূচী মূল কাঠামো নির্মান করার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে আরও বেশী মাত্রায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিষয় বিশেষজ্ঞকে যুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন

নোট

বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানের পাঠ্য বই তৈরী করার ক্ষেত্রে যুক্ত করতে হবে উপদেষ্টা হিসেবে, লেখক হিসাবে নয়।

কমিটি প্রতিযোগীতার পুরস্কারের বিরুদ্ধে, কমিটি চায় আনন্দের সঙ্গে পড়াশুনা, এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আনন্দ নষ্ট করবে, কমিটি চায় সহযোগীতা। দলগত কার্যকলাপ, দলগত সাফল্য, বিদ্যালয়ে সহযোগীতামূলক শিখনের ক্ষেত্রে সহায়তা করা চাই। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তীর জন্য কোন কোন প্রবেশিকা পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকার সমর্থন করে না।

কমিটি কঠোরভাবে অনুভব করে যে কোন শিশু শিক্ষার্থীকে ভারী বই পত্র সমেত ব্যাগ আনার জন্য বাধ্য করা যাবে না। পাঠ্যপুস্তক গুলো বিদ্যালয়ের সম্পত্তি এবং সেজন্য কোন শিশু শিক্ষার্থীকে বই কিনতে হবে না এবং ব্যক্তিগত ভাবে সেগুলো বহন করতে হবে না। কমিটির বক্তব্য হল যে প্রাথমিক স্তরের কোন শিক্ষার্থী গৃহ কার্য দেওয়া যাবে না, বাড়ীর পরিবেশে নতুন কিছু বিষয়ে অনুসন্ধান ছাড়া। উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের যদি প্রয়োজন হয় পাঠ্য বই বহির্ভূত এবং পাঠ্য বই সংক্রান্ত গৃহকার্য মাঝে মধ্যে দেওয়া যাবে।

প্রাথমিক স্তরে সকল বিষয়ের পাঠ্যবই এবং পাঠ্যক্রম সূচী সর্বদা ধারনা ভিত্তিক হবে। প্রাথমিক স্তরে সকল বিষয়ের বই এবং পাঠ্যক্রম সূচীর সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কমিটি সর্বদা পর্যবেক্ষণ থাকবে। কমিটি প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য বই পর্যাপ্তভাবে বাগধারা, শিশুদের জীবনের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিষয় কাল্পনিক গল্প, কবিতা বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন বিষয় সংক্রান্ত গল্প থাকবে। বিজ্ঞান প্রকৃত জীবন ধারা বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে। ইতিহাস এবং ভূগোলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে যেখানে শিক্ষার্থীরা অনুধান করতে পারবে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্য এবং কোন সমস্যা সমাধানে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ্যসূচীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের উন্নয়নের বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত থাকবে। পৌরবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে সমসাময়িক বিষয়গুলোর অর্ন্তভুক্ত থাকবে। ভূগোলের বিষয়গুলো সমসাময়িক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে তুলতে হবে।

যশপাল কমিটির শিখন প্রক্রিয়ার উৎকর্ষের ব্যক্তিগত উদ্যেগে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর স্বীকৃতির জন্য কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। কমিটি নিজের এলাকার মধ্যে গ্রাম, ব্লক এবং জেলাস্তরে বিদ্যালয় গুলোর তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা কমিটি গঠনের উদ্যোগকে প্রশংসা করবে।

যশপাল কমিটি প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য সুপারিশ গুলো করেছে তা নিম্নরূপ।

1) বিদ্যালয়ের মান নির্ণয়ে স্থান

2) সমাজে অংশগ্রহণ।

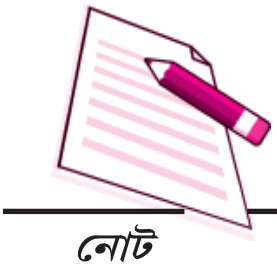

নোট

3) উপস্থিতির হার শিক্ষার ক্ষেত্রে স্তর বজায়

4) শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণমান উৎকর্ষের স্তর বজায় রাখার জন্য যে মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে সেগুলো হল

শিক্ষকের প্রস্তুতি করণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের কার্যকলাপ এবং অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ের নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্য, শ্রেণী পরিচালনা শিক্ষণ প্রক্রিয়া, কলা, কর্মশিক্ষা এবং শারীর শিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা, বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে।

যশপাল কমিটি মনে করে কঠোর সর্বাত্মক এবং নিবিড় শিক্ষক প্রস্তুতি কর্মসূচী, ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ে গুণমান উৎকর্ষের শিখন প্রক্রিয়া ঘটবে এবং প্রশিক্ষণরত শিক্ষক বা সক্ষম হবে স্বশিখন এবং স্বাধীন চিন্তা ভাবনার বিকাশ ঘটবে। সুপারিশ করা হয়েছে কর্মসূচীর মেয়াদ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর ১০ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর ৩/৪ কর্মসূচীর বিষয় সূচী বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পুন:গঠন করতে হবে এবং ব্যবহার কেন্দ্রিক হবে। শিক্ষকদের জন্য শিক্ষার ধারাবাহিকতা থাকবে এবং তা হবে প্রাতিষ্ঠাণিক। শিক্ষকদের শিক্ষার বিষয়টি সম্পাদিত হবে সুপবিকল্পিত পরিকল্পনার মাধ্যমে।

এই সুপারিশ গুলোর শিক্ষক নীতি গ্রহণের উপর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। বিভিন্ন নতুন বিষয় চালু হয়েছিল। এই সুপারিশ গুলো নির্দিষ্ট ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

2.3 শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি (NPE)

আপনি লক্ষ্য করবেন যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষার পুন:গঠন সংক্রান্ত সংস্যা পুন:মূল্যায়ন হয়েছিল বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটি দ্বারা। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সাধারণ মানুষকে ঠিকমত শিক্ষা দেওয়া। বিভিন্ন কমিশনে এবং কমিটির রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে মাঝে মাঝে জাতীয় শিক্ষা নীতি গঠন করা হয় এবং বাস্তবায়ন করা হয়। এই নীতি সকল স্তরের শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করা হয়। নির্দিষ্টভাবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা গ্রাম ভারত এবং শহর ভারতের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং যা আমাদের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

2.3.1 জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE) ১৯৬৮

প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছিল শিক্ষা কমিশনে (1964 - 1966) সুপারিশের উপর ভিত্তি করে। ১৯৬৮ সালে এটা ঘোষণা করা হয়েছিল যে জাতীয় সংহতি সংস্কৃতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পুন:গঠন এবং সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। এই শিক্ষা নীতি যে পথ দেখা তা হল শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং সংবিধানের ঘোষিত নীতি ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকাদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানো এবং সুপ্রশিক্ষিত সুশিক্ষিত শিক্ষক তৈরী করা। এই শিক্ষা নীতির মূল সূত্র গুলো হল-

নোট

(1) অবৈতণিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা

ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করতে হবে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে বিদ্যালয়ে অপচয় কমানো এবং উন্নয়ন বৃদ্ধি পায় এবং এটা দেখা, যে সমস্ত শিশুরা নাম নথিভুক্ত করেছে তারা যেন বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রম সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করতে পারে।

(2) মর্যদা, বেতন এবং শিক্ষকের শিক্ষা

সমাজের শিক্ষিকদের এক বিশেষ মর্যদা আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সুরক্ষিত, পর্যাপ্ত এবং মন:পূত বেতন কাঠামো। মন:পূত : চাকুরীর শর্তাবলী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এর উপর বিশেষ গুরুত্ব, নিদিষ্টভাবে চাকুরীরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা।

(3) ভাষার উন্নয়ণ

আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ণের বাস্তবায়ণ সফল করতে হবে। ত্রিভাষা সূত্র শুরু হবে মাধ্যমিক স্তরে।

(4) শিক্ষার সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান

আঞ্চলিক অসাম্য দূর করে সামাজিক ঐক্য এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য শিক্ষার সুযোগ সুবিধার মধ্যে সমতা বিধান করা। রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তীর ক্ষেত্রে মেধাই হবে একমাত্র মাপকাঠি এবং সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে হবে।

(5) স্বাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার :-

বাণিজ্যিক এবং শিল্পক্ষেত্রে যুক্ত কর্মীদের স্বাক্ষরতা করার জন্য গণ নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা দান সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা। মাধ্যমিক স্তরে কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

(6) পুস্তক প্রকাশ করা

শিশুদের জন্য উন্নতমানের পুস্তক প্রকাশ করা, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমমূল্যের পুস্তক প্রকাশ করা।

(7) ক্রীড়া ও খেলাধূলা

শিক্ষার্থীদের দৈহিক সক্ষমতা এবং ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা বৃদ্ধি করার জন্য ক্রীড়া ও খেলাধূলার বৃহত্তর আঙ্গিকে প্রসার ঘটাতে হবে।

(8) অংশকালীন শিক্ষা এবং বাড়ীতে বসে শিক্ষার ব্যবস্থা করা

বৃহত্তম ভাবে পূর্ণসময়ের পাঠ্যসূচীর সমতুল হিসেবে বিবেচিত হবে সেরকম অংশকালীন শিক্ষা এবং বাড়ীতে বশে শেখা যায় এমন পাঠ্যসূচীর ব্যবস্থা করতে হবে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য।

এই ধরনের শিক্ষানীতি আমাদের দেশে প্রায় দুই দশক ধরে চালু ছিল, মন্থরগতি হলেও সফলভাবে

নোট

অনেক উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু জাতীয় সংহতির স্বার্থে এই শিক্ষা নীতি পুন:মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

2.3.2 জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE) ১৯৮৬

এই শিক্ষানীতি গুরুত্ব আরোপ করে জাতীয় সংহতি এবং দশটি মূল উপাদানের উপর। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার গড়ে উঠেছে জাতীয় পাঠ্যসূচী কাঠামো যেখানে একই ধরনের মূল বিষয় অর্ন্তভুক্ত থাকবে এবং অন্যান্য উপাদান যে গুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল হবে। একই ধরণের মূল বিষয় যেমন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সংবিধানিক দায়বদ্ধতা, জাতীয় করার বিষয়। এই উপাদানগুলো নির্দিষ্ট একটি পরিচিত নির্দিষ্ট বিষয় অতিক্রম করে এখন পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা হবে যেখানে এমন মূল্যবোধ গড়ে তোলা হবে যা ভারতের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সমতাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিঙ্গের সমতা, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক কুসংস্কার দূরকরা, ক্ষুদ্র পরিবেশের সাধারণমান পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানসম্মত স্বভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে কঠোর ভাবে ধর্মানিরপেক্ষতা সংক্রান্ত মূল্য বোধের উপর ভিত্তি করে। সমতা ধারনা গড়ে তোলার জন্য সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে, শুধুমাত্র ভর্ত্তীর ক্ষেত্রে নয়, সাফল্যের ক্ষেত্রেও আনতে হবে। অর্ন্তনিহিত সাম্য সংক্রান্ত সচেতনতার পাশাপাশি এই ধারনা গড়ে তুলতে হবে মূল পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়ে। এই উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হল সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে কুসংস্কার এবং জটিলতা দূর করা।

এই শিক্ষানীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

1. একই ধরনের মূল বৈশিষ্টগুলো হল ঃ-
2. দশটি একই ধরনের মূল উপাদান সহ জাতীয় পাঠ্যসূচী কাঠামো নির্ণয়।
3. সকলের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ।
4. বয়স্ক শিক্ষার প্রসার।
5. শিক্ষায় বিজ্ঞান সম্মত এবং প্রযুক্তির ব্যবহার।
6. UEE'র জন্য Operation Black Board।
7. এক নির্দিষ্ট স্তর পর্য্যন্ত শিখনের ব্যবস্থা।
8. নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য জায়গা নির্বাচন।
9. শিক্ষায় বৃত্তিকরণ।
10. শিক্ষকের মর্যদা বৃদ্ধি।
11. সামাজিক, অথৈনিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশ গত বিষয় সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধি।
12. শিক্ষার প্রতি আনুগত্য।

এই শিক্ষানীতি UEE'র জন্য শক্তিশালী ভিত তৈরী করবে এবং এই নীতির উপর ভিত্তি করে জাতীয় গুরুত্বে অনেক কর্মসূচীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সাল এই শিক্ষা নীতি আবার সংস্কার সাধন করা হয়েছে উচ্চশিক্ষার সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পুর্নগঠন করা হয়েছে।

নোট

2.3.3 প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত :

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তথা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ এবং জাতীয় নীতি থেকে যে জ্ঞানকণা আহরণ করা হয়েছে - সেগুলো হল

- কর্মনিবন্ধকরণ - সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক স্তরে নিবন্ধকরমের পরিমাপ খুবই কম। যে সমস্ত শিশুরা বিদ্যালয়ের নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে আছে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে যায় না তাদের বেশী ভাল শারীরিক অক্ষমতা এবং দূরত্বের এর জন্য বিদ্যালয়ে যেতে পারে না।
- বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরিমান অত্যন্ত উচ্চ - বিভিন্ন কারনে শিশুরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে, তন্মধ্যে তারা কাজ করে টাকা রোজগার করে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার বড় অংশ হল শিশু কন্যা, তাদের পিতামাতার চাপে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে বাড়ীর কাজকর্ম করার জন্য।
- গ্রামে বসবাসকারী শিশুরা প্রকৃত শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হয় তার কারণ গ্রামে বেশীর ভাগই শিক্ষক কর্মযোগ্যতা সম্পন্ন এবং অপ্রশিক্ষিত। সাম্প্রতিককালে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা চেষ্টা করে যাচ্ছে গ্রামী শিক্ষকদের পেশাদার প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তোলা।
- রাষ্ট্রের নির্দেশিকা হেতু গ্রামীণ বিদ্যালয়ে বেশী শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে, নির্দেশিকায় উচ্চ শিক্ষক - ছাত্রের অনুপাত অনুমোদন করা হয়েছে।
- নিম্নমানের পাঠদানের জন্য সফল শিক্ষার্থীর সংখ্যা অসন্তোষ জণক।
- প্রাক্ প্রাথমিক এবং প্রাথমিক স্তরে তত্ত্বাবধান এবং নেতৃত্ব শক্তিশালী করা হয়েছে বিপুল পরিমান কর্মীদের বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং পুন:প্রশিক্ষণের দ্বারা। যেমন শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি।
- প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় CCE'মতো বিকল্প পরীক্ষা ব্যবস্থা আয়োজন করা।
- অসাম্য - লিঙভিত্তিক অসাম্য, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য, অঞ্চলগত বৈষম্য।
- ICT'র প্রতি শিক্ষকদের সদর্থক মানবিকতা গড়ে তোলা।

2.4 8 বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো

শিক্ষা কাঠামো

এটা মনে করা হয়েছিল সারা ভারতের সকল অংশের জন্য একই ধরনের শিক্ষা কাঠামো তৈরী করা। মূল লক্ষ্য হল ১০ + ২ + ৩ ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা, দু বছরের উচ্চমাধ্যমিক স্তর বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় অথবা উভয়েই সঙ্গেই যুক্ত থাকবে। অঞ্চলগত অবস্থার দিকে তাকিয়ে এটা করতে হবে।

কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১০ + ২ + ৩ ধাঁচের শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা আনয়ন করতে সাহায্য করবে। সারা ভারতে একই ধরনে শিক্ষা কাঠামো গ্রহণ করা হবে। তা সত্ত্বেও দেশের মধ্যে প্রাথমিক উচ্চ প্রাথমিক, উচ্চ, উচ্চমাধ্যমিক স্থরে কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য

নোট

করা যায়, যেমন প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তীর বয়স, শিক্ষার মাধ্যম, পরীক্ষা ব্যবস্থা, হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষা, কর্মদিবসের সংখ্যা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা ইত্যাদি। প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক মধ্যবর্তী স্তর একত্রে প্রাথমিক শিক্ষা। আবার এই ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে প্রথম 10 বছরের মধ্যে 5 বছরের প্রাথমিক শিক্ষা 3 বছরে উচ্চ প্রাথমিক, 2 বছরের উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষা। নিম্নে সারণীর সাহায্য বেশীর ভাগ রাজ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থার বিভাজন তুলে ধরা হল।

সারণি ২.১

ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা কাঠামো

বিদ্যালয়ের স্তর	প্রাক প্রাথমিক	নিম্ন প্রাথমিক	উচ্চ প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক
মান	নার্সারী LKG/KG	1–5	6–8	9 এবং 10	11 – 12
কর্মসূচীর স্থায়িত্ব কাল	3 বছর	5 বছর	3 বছর	2 বছর	2 বছর
বয়সের স্তর	3-6 বছর বয়সে	6-11 বছর	11-14 বছর	14-16 বছর	16-18 বছর

প্রাক-প্রাথমিক : ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বৃহত্তর কাঠামো পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাই হল শিখনের মূল ভিত্তি। ইহা নার্সারী, লোয়ার কিন্ডারগার্টেন এবং আপার কিন্ডারগারটেন এ বিভক্ত। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা প্রথাগত শিক্ষার সাথে পরিচিত হবে এবং পড়া এবং লেখার দক্ষতা বাড়বে। এই স্তরের শিক্ষা 3–5 বছরের শিশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

নিম্ন-প্রাথমিক : আপার কিন্ডারগারটেন শেষ করে অথবা সরাসরি প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তী হতে পারে। নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একটা কারণ দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচী মূলত সাধারণ শিক্ষা, লেখা পড়া এবং পাটীগণিত, অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ইতিহাস, পৌর বিজ্ঞান, ভূগোল এবং পরিবেশ বিজ্ঞান এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। বেশীর ভাগ রাজ্যে ৬-১১ বছরের শিশুরা এই স্তরে প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে। যদিও কিছু কিছু রাজ্যে এই স্তর প্রথম-চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত। নিম্ন প্রাথমিকস্তরে শিক্ষার মাধ্যম সাধারণ ভাবে মাতৃভাষায় হিন্দী অথবা একটি আঞ্চলিক ভাষায়।

উচ্চ-প্রাথমিক : উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হল ষষ্ঠ-অষ্টম পর্য্যন্ত। উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে অপর ভাষা যেমন ইংরাজী এবং/অথবা হিন্দী/ (যদি হিন্দী মাতৃভাষা না হয়) প্রবর্তন করা হয়েছে। ইংরাজী প্রবর্তন করা হয়েছে পঞ্চম শ্রেণী থেকে।

নোট

2.5 বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো :-

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠে জাতীয় প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে একটি সাধারণ পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামোর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। ভারতেও বিভিন্ন নীতির বিষয় মনে রেখে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় শিক্ষার পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো রচনা করা অবং বাস্তবায়িত করা হয়। জাতীয় লক্ষ্যের দিকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো পুন:সমীক্ষা হয়। আমরা সাম্প্রতিক কালে জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো পুন:মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং সম্প্রতি বাস্তবায়িত হয়েছে।

2.5.1 জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো (NCF ২০০৫)

NPA ১৯৮৬, ৯২ প্রস্তাব হল জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামোর উদ্দেশ্য হল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা উন্মোচন করা। "NPE"–প্রোগাম অফ অ্যাকসান গুরুত্ব দেয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা যেখানে সার্বজনীন নিবন্ধ করন এবং সার্বজনীন ধারন ক্ষমতা ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের জন্য থাকবে যাতে তাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়।" (PoA পৃষ্ঠা-৭৭)। জাতীয় শিক্ষা পাঠ্যসূচীর মূল লক্ষ্য ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো ২০০৫ পুন: সমীক্ষা করার ক্ষেত্রে মুদালিয়ার কমিশন এবং কোঠারী কমিশন এবং পুন:সমীক্ষা করা হয় পাঠ্যসূচীর মূলকাঠামো উন্নয়ন ১৯৭৫, ১৯৮৮ এবং ২০০ প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়। বোঝা মুক্ত শিক্ষা (১৯৯৩) এবং শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি (১৯৮৬)। মাত্রাতিরিক্ত পাঠ্যসূচীর বোঝা সংক্রান্ত সমস্যার বিষয় পরীক্ষা করা হয়।

যশপাল কমিটির সকল নীতি এবং সুপারিশ বিবেচনা করে একটি সংশোধিত জাতীয় শিক্ষাসূচীর মূল কাঠামো পুর্নবিন্যাস করা হয় ২০০৫ সালে এবং বর্তমানে সারা দেশে রূপান্তরিত হয়। NCF ২০০৫ পরীক্ষা করে দেখে গভীরভাবে শিশুর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত্র বোঝা কতখানি। পাঠ্যসূচী মূল কাঠামোতে উল্লেখ করা হয় যে শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় যে তাঁরা নিজেরা ঠিক করতে পারবানে কোন পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিশু শিক্ষার বোঝার ক্ষেত্রে সহজ হবে। এটা মনে করা হয় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য অণুধাবনের জন্য, পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত কার্যকলাপ যা কাঠামোর বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। গণমাধ্যম এবং শিক্ষা সংক্রান্ত্র প্রযুক্তির ব্যবহার পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত্র বিষয় সম্পাদনকে ফলপ্রসু করে তুলবে। শিশু শিক্ষার্থীরা অবশ্যই বুঝতে পারবে কেমন করে শিখতে হয়, কিভাবে জ্ঞান আহরন করতে হয়-তাহলে শিক্ষা সম্পূর্ণ, সৃষ্টিশীল এবং আনন্দদায়ক হবে।

সংশোধিত NCF এর মূল বৈশিষ্ট্য গুলো হল নিম্নরূপ :-

মূলনীতি

NCF অনেক ভাল আদর্শ সম্পাদিত করার চেষ্টা করেছে গেুলো পূর্বে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশের মধ্যে ছিল এবং এই অভিজ্ঞতা শিশু শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবহ হবে। NCF পাঠ্যসূচী উন্নয়ণের ক্ষেত্রে চারটি মূল নীতির বিষয় উল্লেখ করেছে (a) বিদ্যালয় শিক্ষার বায়রে জ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা।

নোট

(b) নিশ্চিত হওয়া যে শিখন প্রক্রিয়া নিছক মুখস্থ করার পদ্ধতি থেকে অবস্থান বদল করেছে। (c) পাঠ্যসূচীর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি যাতে পাঠ্যবই এর বায়রেও শেখা যায়। (d) পরীক্ষা ব্যবস্থা আরও লক্ষণীয়।

NCP ২০০৫ উপলব্ধি করেছে যে শিশুরা হল জ্ঞানের নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা এবং জোর দেওয়া হয়েছে যে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিশুদের সক্রিয় করতে হবে। এর জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, তাদের জিজ্ঞাসা করা বিদ্যালয়ে কি শিখলে অবশ্যই বায়রে জগতের ঘটে যাওয়া বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করে, তাদেরকে উৎসাহিত করা। নিজের ভাষায় উত্তর দেওয়ার জন্য, মুখস্থ করে নয়।

নির্দেশ করা হয়েছে সমগ্রোত্রীয়দের সাথে, শিক্ষকদের সাথে, বয়স্ক এবং ছোটদের সাথে আদান প্রদানের সুযোগ থাকলে উন্নত মানের শিখন সম্ভব। শিখন প্রক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার বিষয় এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক ব্যতরেক বায়রে জগত নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বাড়ীর অভিজ্ঞতা, সম্প্রদায় থেকে, পাঠাগার থেকেও জ্ঞান অর্জন করতে পারে। পাঠ পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী 'হারবারটিয়ান' পাঠ পরিকল্পনা থেকে ''ইতিবাচক শিক্ষন বিজ্ঞান এর দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যকলাপ শিশু শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, বুঝতে চেষ্টা করার কি তারা শিখছে।

এই সুপারিশে ভাষা অঙ্ক, প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান শিখনের ক্ষেত্রে বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য এবং শিশুর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাকে আরও প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সূত্র বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং জোর দেওয়া হয়েছে মাতৃভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদানের ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার কারণ ভাষা হল সমস্ত বিষয়ের ঘনিষ্ট অংশ যা লেখাপড়া এবং কথা বলা এবং যা শিখনের মূল ভিত্তি তৈরী করতে সাহায্য করবে।

ইংরাজী, অঙ্ক এবং বিজ্ঞান এর মত তিনটি মূল বিষয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। সম্ভবত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো এই বিষয়ে অবগত আছে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা নির্ভর শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিদ্যালয় পাঠাগার, বীক্ষণাগার এবং কর্মশালা উন্নত বিধান করা যা বাহ্যিক পরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে হাতে কলমে পরীক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব বৃদ্ধি করা যায়। প্রয়োজনীয় অনুভব করা হয়েছে কমপিউটার সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রকল্প পদ্ধতির উপর থেকে।

অঙ্ক শিখন একজন শিক্ষার্থীকে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে যুক্তিবাদী, বিমূর্ত বিষয় সঠিকভাবে মোকাবিলা করা, সমস্যা সমাধানে সক্ষম করবে। বিজ্ঞান শিখন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। পরিবেশ শিক্ষা প্রতিটি বিষয়ে অংশ থাকবে। ইহা আরও সুপারিশ করে যে সমাজ বিজ্ঞান শিখন উদাহরণ এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠবে। আরও সুপারিশ করা হয়েছে যে লিঙ্গ সম্পর্কিত ন্যায়, উপজাতী, দলিল এবং সংখ্যালঘুর বিষয়ে সংবেদনশীলতা।

নোট

দলিল পত্রাদির সাহায্যে কাজ ও শিক্ষার প্রতি মনবল আকর্ষণ করা যায়। জ্ঞানের নতুন রূপ হিসেবে কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং মূল্য বোধ গড়ে তোলা যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কর্মশিক্ষার সাথে অবশ্যই ঐতিহ্য সম্পন্ন কারুশিল্পের সাথে যোগসূত্র থাকবে। বিশেষ করে কারুশিল্পের অঞ্চল যা মানচিত্রে দেখাতে হবে। শিক্ষার সাথে যোগসূত্র হিসেবে সংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদ সঠিকভাবে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা যাবে।

এতে আরও আলোচনা করা হয়েছে পাঠ্যসূচীর অবস্থান এবং শিখনের ব্যবহার যোগ্য সম্পদ যেমন পাঠ্যপুস্তক, অন্যান্য পুস্তক, পাঠাগার, শিক্ষাসংক্রান্ত প্রযুক্তি, হাতে ধরে শেখার জন্য যন্ত্রপাতি, বীক্ষণাগার ইত্যাদি। ইহা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লিখনে বিভিন্ন বস্তুর ব্যবহার, শিক্ষক স্বাধীনতা এবং পেশাগত স্বাধীনতা উপর বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনা এবং নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া যাতে মান উন্নত হয়।

পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো উদ্যেগ নিয়েছিল মূলত শিশুদের উপর থেকে পাঠক্রমের বোঝা কমানোর বিষয়ে। যশপাল কমিটি বিষয়টি বিশ্লেষণ এবং শিকড় খোজার চেষ্টা করে ব্যবস্থার বোঝার দিকে এবং গণ্য করে যে তথ্যই হল জ্ঞান। 'বোঝামুক্ত শিখন' এর রিপোর্ট-এ আনন্দদায়ক হতে পারে না যতক্ষণ না আমরা উপলব্ধি করব যে পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে শিশুরা জ্ঞান অর্জন করছে। শিশুদের সব কিছু শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়ন করা যায় এই প্রবৃত্তি গড়ে উঠেছে শিশুর প্রতি অবিশ্বাস গড়ে উঠেছে তাদের সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি, তার যে পারে নিজ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক কাজ করতে।

'বোঝামুক্ত শিখনের সুপারিশ পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যসূচী পরিকল্পনায় এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। শিক্ষাকে শিশুর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সৃষ্টিশীল প্রকৃতির গড়ে তোলা। রিপোর্টে যে সুপারিশ ছিল তা বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীর এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল।

শিক্ষা বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ:-

শিশুরাই নিজেদের অবস্থা এবং প্রয়োজনের বিষয়ে সমালোচনা মূলক পর্যবেক্ষক, তারা যে কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, শিক্ষায় সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন যে তাদের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির ক্ষমতা চিন্তা করার মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং কোনো কিছু নিন্দা করার সাহস যোগায়। অংশগ্রহণ মূলক শিখন ও শিক্ষা, আবেগ ও অভিজ্ঞতা শ্রেণীকক্ষে এক বিশেষ মূল্যের জায়গা আছে। সাহিত্যকারের অংশগ্রহণ শুরু হয় শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের অভিজ্ঞতার দিক থেকে।

সমালোচনামূলক শিক্ষা বিজ্ঞান সুযোগ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক নৈতিক আদর্শ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রতিফলিত করে। সমাজে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য গ্রহণ করতে শেখায় যা গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে। একটি সমালোচনামূলক কাঠামো শিশুদের সাহায্য করে বিভিন্ন আঙ্গিকে সামাজিক বিষয়গুলো অনুধাবন করতে এবং তাদের বুঝতে সাহায্য করে যে এই বিষয়গুলো কিভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত। সমালোচনা মূল শিক্ষা বিজ্ঞান সাহায্য করে বুঝতে কিভাবে খোলা আলোচনায় মধ্যে দিয়ে যৌথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা করা যায়।

নোট

2.5.2 প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠ্যসূচীর অনুমান

শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়নের ফলস্বরূপ এবং সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সব রাজ্যে শিক্ষা অধিকার আইন কার্যকরী করা হবে। সারা দেশে সব স্তরের বিষয়ে সরাসরি কাজ শুরু করা হবে। NCF এর নির্দেশিকা মেনে নতুন পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনা এবং বেশীর ভাগ রাজ্যে বাস্তবায়ন করা শিক্ষার দর্শন এবং সংস্কার গ্রহণ করে NCERT কে দায়িত্ব দিতে হবে সব বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনা করার জন্য। পরীক্ষা ব্যবস্থা রদ করা হয় এবং প্রাথমিক স্তরে CCF চালু করা হয়। অংশগ্রহণ মূলক পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সম্প্রদায় লাভবান হয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ছোটদের শিক্ষাদান করবেন। শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া ICT বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে।

পুরো পাঠক্রম সূচী কার্যকরী করার জন্য 200 কর্মদিবস ধার্য করা হয়েছে। বিদ্যলয়ের বার্ষিক ক্যালেন্ডার জেলা স্তরে বিকেন্দ্রীভূত হবে এবং স্থিরীকৃত হবে জেলা পঞ্চায়েত এর সঙ্গে আলোচনা করে। গৃহকাজের সময় নির্ধারিত হয়েছে এই পদ্ধতিতে (i) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত গৃহকাজ দেওয়া যাবে না; তৃতীয় শ্রেণী সপ্তাহে দুঘন্টার গৃহকাজ দেওয়া যাবে না (ii) মধ্যস্তরের জন্য প্রতিদিন ১ ঘন্টা (সপ্তাহে 5-6 ঘন্টা) করে গৃহকাজ দেওয়া যাবে (iii) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রতিদিনি দুঘন্টা (সপ্তাহে 10-12 ঘন্টা) গৃহকাজ দেওযা যাবে।

নতুন শিক্ষা বিজ্ঞান পদ্ধতি প্রয়োগের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। NCF শিক্ষকদের নতুন ভূমিকা এবং দায়িত্বের বিশেষ উল্লেখ করেছে এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ করেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সংক্রান্ত বিষয় পুন:মূল্যায়ন প্রয়োজন যাতে একজন শিক্ষক-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে এমন ভাবে গড়ে তুলবে যাতে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ধরনে শিক্ষক শিক্ষা কর্মসূচী জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে, শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণের একজন সাহায্যকারী, শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান আহরনের সুযোগ করে দেওয়া, তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক দিকের মধ্যে সংহতি আনয়ন করা এবং শিক্ষককে যুক্ত করতে হবে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাম্প্রতিক ভারতীয় সমাজকে সমালোচনা মূলক আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষক শিক্ষায় কেন্দ্রীয়ভাবে ভাষা সংক্রান্ত দক্ষতা এবং শিক্ষক সিক্ষার একীকরণ রূপ শিক্ষককে আরও পেশাদারী মনোবাব গড়ে তুলবে এবং বিশেষ তাৎপর্যবহন করবে। NCF ২০০৫ সূচনা করেছে এমন এক শিক্ষক শিক্ষা বিষয় যেখানে শিক্ষক নিজে পরিবর্তিত না হয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবহারিক দিকে ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন সূচীত করবে।

নোট

2.6 সারসংক্ষেপ করা

স্বাধীনোত্তর ভারতে বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটির সুপারিশ সমালোচনা মূলক বিশ্লেষণ এবং আলোচনা'র পর আমরা শিখেছি ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উৎস এবং কিভাবে এর উন্নতির বিধান ঘটেছে। আমরা দেখেছি রাধকৃষ্ণাণ কমিশন এবং কোঠারি কমিশনের সুপারিশ কিভাবে সাধারন শিক্ষা এবং যশপাল কমিটির সুপারিশে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা কিভাবে আমাদের দেশে উন্নত হয়েছে। আমরা দেখেছি সময়ে সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি নির্ধারনে যে সংস্কার হয়েছে সেখানে এই কমিশন এবং কমিটির সুপারিশ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সময়ে সময়ে জাতীয় উন্নয়নে লক্ষ্যে শিক্ষানীতি পুর্নবিবেচিত হয়েছে। 1968 সালে NPE প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে গুরুত্ব দেওয়া হবে উৎকর্ষতার উপর এবং সুযোগ সুবিধা সমভাবে বন্টিত হবে এবং নারী সিক্ষায় জোর দিতে হবে। NPE 1986 তৈরী করা পর ১৯৯২ সালে তার আধুনিক রূপ দেওয়া হয়। NPE 1986 এ এই শতাব্দীর সেষের মধ্যেই শিক্ষার উন্নয়নের শিক্ষা নীতির রূপ রেখা ঘোষিত হয় এবং এই প্রসঙ্গে পরিকল্পনা নীতি ১৯৯২ প্রস্তুত করা হয়। সময়ে সময়ে এবং যশপাল কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করে সমস্ত বিদ্যালয় কাঠামো সংশোধিত হয় এবং একটি নতুন জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূলকাঠামো প্রস্তুত করা হয় 2005 সালে এবং যা সারাদেশের বাস্তবায়িত হয়েছে।

2.7 সুপারিশকৃত পাঠ্যপুস্তক

- আগরওয়াল, জে.সি (1985) ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অফ মডার্ন এডুকেশন, বাণী এডুকেশনাল বুকস, নিউ দিল্লী।
- আগরওয়াল, জে.সি (1993) ল্যান্ড মার্কস ইন দি হিস্ট্রি অফ মডার্ণ ইন্ডিয়াণ এডুকেশন, বিকাশ পাবলিশিং হাউস (প্রাইভেট) লিমিটেড।
- চৌবে এস.পি (1988) হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রবলেমস্ অফ ইন্ডিয়ান এডুকেশন, (সেকেন্ড এডিসন) বিনোদ পুস্তক মন্দির, আগ্রা, ইউ.পি
- রাওয়াট, পি.এল.হিষ্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান এডুকেশন, আগ্রা ইউ.পি, রামপ্রসাদ অ্যান্ড সন্স,
- সফয়া, আর.এস (১৯৮৩) কারেন্ট প্রবলেমস্ ইন ইন্ডিয়ান এডুকেশন, দিল্লী নাইনথ্ এডিসন, ধনপত রাই অ্যান্ড সন্স্
- সইকিয়া, সিদ্ধেশ্বর (১৯৯৮) হিষ্ট্রি অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, মানিক প্রকাশ।
- শর্মা.আর.এন.হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রবলেমস্ অফ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, দিল্লী, সুরজিৎ পাবলিকেশনস্।
- http://www.indiatogether.org/2004/jul/edu.kolkata.htm
- http://59.163.61.3:8080/gratest/showtexfile.do? page_id = user
- http://www.dise.in/Downloads/Use%20of20Dise20Data/Ajay%20Deshpande, Sayan%20Mitra.pdf

নোট

- http://www.create-rpc.org/pdf_doucment/India_CAR.pdf
- http://www.archieve.org/stream/annuanreportofsu19541955virg/annaulreportofsu19541955virg_djvu.text

2.8 একক-পরিসমাপ্তি অনুশীলনী

১. NPE ১৯৬৮ থাকা সত্ত্বেও কেন ১৯৮৫ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনে হল?

২. কোঠারী কমিশনকে নিয়োগ করা হয়েছিল কেন? কোঠারী কমিশনের চারটি সুপারিশের বিষয় উল্লেখ করুন।

৩. শিক্ষক শিক্ষার উন্নয়নের বিষয়ে নির্দিষ্ট চারটি সুপারিশের বিষয় ব্যাখ্যা করুন।

৪. প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্কিত উদ্বেগের বিষয়গুলো কী কী?

৫. বর্তমান শিক্ষানীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর এবং ব্যাখ্যা করুন।

৬. জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূলকাঠামো ২০০৫ এর প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর মূল্যায়ন করুন। কার্য-পরিকল্পনার (PoA) বাস্তবায়নের ব্যাপারে পরামর্শ দিন।

৭. ৮ বছরে প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো সমালোচনামূলক ব্যাক্যা করুন। কিভাবে জাতীয়স্তরে কাঠামোগত দিক থেকে দক্ষতা আনয়ন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিন।

একক—3 : শিক্ষা-মৌলিক অধিকার হিসেবে

নোট

কাঠামো

3.0 ভূমিকা

3.1 শিখনের উদ্দেশ্য

3.2 সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা এবং প্রয়োজন

- **3.2.1** ভারতের সংবিধানের **45** নং ধারা
- **3.2.2** **UEE** লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার কারণ
- **3.2.3** **86** তম সংবিধান সংশোধন
- **3.2.4** শিক্ষার অধিকার আইন **(RTE), 2009**
- **3.2.5** শিশুর অধিকার

3.3 শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

3.4 বিদ্যালয় পরিচালনা

3.5 পাঠ্যসূচী এবং মূল্যায়নের অপরিহার্যতা

3.6 শিক্ষার অধিকার আইন **2009**-এর নিয়মাবলী

- **3.6.1** প্রারম্ভিক
- **3.6.2** শিশুর অবৈতনিক বাদ্যতামূলক শিক্ষা
- **3.6.3** রাজ্য সরকারের করণীয়
- **3.6.4** নথি রক্ষণাবেক্ষণ
- **3.6.5** বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের দায়িত্ব
- **3.6.6** বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি
- **3.6.7** শিক্ষকগণ
- **3.6.8** পাঠ্যসূচী এবং প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি
- **3.6.9** শিশু অধিকার রক্ষা

3.7 সারসংক্ষেপ

3.8 সুপারিশকৃত বই

3.9 একক পরিসমাপ্তি অনুশীলনী

3.0 ভূমিকা

আপনি অবগত আছেন যে শিক্ষাই হল একটি দেশের উন্নয়নের মূল বিষয়। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে স্বাক্ষরতার হার ছিল 74.04% কয়েকটি রাজ্যে যেমন কেরালায় স্বাক্ষরতার হার 93.9%। আবার বিহারে স্বাক্ষরতার হার 63.8%।

একক-1 এবং একক-2তে আপনি বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটির সুপারিশ অধ্যয়ন করেছেন। আপনি প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন এবং NC-এর বিভিন্ন অনুমানও অধ্যয়ন করেছেন।

নোট

এই এককে আমরা অধ্যয়ন করব কিভাবে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেল। আমরা শিক্ষার অধিকার আইন 2009-এর বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করব।

সম্মিলিত জাতীপুঞ্জ অধিকার সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল ঘোষণা করেছে। 1948 'সার্বজনীন মানবাধিকার' ঘোষণা করেছে। 1959 সালে 'শিশুর অধিকার ঘোষণা' করেছে। যদিও আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বাস করছি আমরা জানি হাজার হাজার মানুষ এখনও দারিদ্র সীমায় বাস করছে, আধুনিক জীবনের কোন সুবিধাই তাদের কাছে নেই। স্বাধীনতার পরেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রভুত বিস্তার ঘটেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ শিশুরা বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করেনি, স্কুল পরিত্যাগের সংখ্যাও অত্যধিক, অপচয় ও থেমে থাকার সংখ্যাও খুব বেশী। এই আলোকে ভারতীয় পার্লামেন্ট 2009 সালে শিক্ষার অধিকার আইন পাস করে।

এই এককে আমরা আলোচনা করব এই আইনের বিভিন্ন বন্দোবস্তগুলো এবং অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে শিক্ষক হিসেবে আমাদের ভূমিকা।

3.1 শিখনের উদ্দেশ্য

- আমরা এই একক অধ্যয়ণ করে জানতে পারব :
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার (UEE) ব্যাখ্যা
- সংবিধানে উল্লেখিত 45নং ধারা অনুযায়ী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অসাফল্যের দিকগুলোর আলোচনা
- 86 তম সংবিধান সংশোধনের বিভিন্ন দিকগুলোর উল্লেখ
- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিশুর অধিকার ঘোষণার আলোকে শিশুর অধিকার ব্যাখ্যা
- শিশুর অধিকার আইন 2009 এর বিভিন্ন দিকের আলোচনা
- শিক্ষার অধিকার আইন 2009 বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও ভূমিকা ব্যাখ্যা।
- RTE-র লক্ষ্য পূরণে মূল্যায়নের পদ্ধতির ব্যাখ্যা
- RTE আইনের বিষয়গুলোর বাস্তবায়নের জন্য স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকার ব্যাখ্যা।

3.2 সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা

আপনি জানেন 6-14 বছরের শিশুদের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি। সাধারণ ভাবে এই শিক্ষা প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। (1-5 নিম্ন প্রাথমিক, 6-8 উচ্চ প্রাথমিক স্তর)। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ হল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সম্প্রদায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্যাদা নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটি শিশু শিক্ষার সুযোগ পাবে।

শিক্ষাই হল মানব উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির একমাত্র উপাদান। শিক্ষাই হল সকল ধরনের মানব সমস্যার বিরুদ্ধে একমাত্র শাণিত অস্ত্র। শিক্ষার অভাবে মনুষ্যজীবন অর্থহীন, শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করি যা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলবে। ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা আমাদের পথ নির্দেশিকা নীতি। আপনি একমত হবেন যে কাউকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অর্থ তার সঙ্গে অবিচার করা। সেই কারণে আমাদের মত

নোট

গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশে অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সার্বজনীন করাই অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

3.2.1 ভারতের সংবিধানে 45 নং ধারা

ভারতের সংবিধান মানব উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে অত্যন্ত যত্নবান। সংবিধানের 45নং ধারায় 6-14 বছরের শিশুদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলেছে। আপনি অবগত আছেন যে সকল পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় উল্লেখ ছিল। সরকার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান এই কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি।

3.2.2 UEE-র লক্ষ্যে অসাফল্যের কারণ

UEE-র লক্ষ্যে অসাফল্যের কিছু কারণ

UEE-র লক্ষ্যে অসাফল্যের কিছু কারণ

1. জন বিস্ফোরণ
2. দরিদ্রতা
3. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি
4. যোগাযোগের অভাব
5. বেকারত্ব
6. আগ্রহের অভাব
7. বিদ্যালয় ছুটি, অপচয়, আটকে থাকা
8. অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাব
9. লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব
10. জীবনে স্থিরতার অভাব

জনবিস্ফোরণ : সংখ্যাসূচক সম্প্রসারণ এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও দেশের প্রত্যেক শিশুর কাছে শিক্ষার সুযোগ এখনও পর্যন্ত পৌঁছায় নি। জনসংখ্যা হার বৃদ্ধির তুলনায় শিক্ষা উন্নয়ন অনেক পিছিয়ে। আপনি জানেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত হার আমাদের জীবনের চলার পথে বিপুল সমস্যার সৃষ্টি করে।

দরিদ্রতা : হাজার হাজার পিতামাতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানো বিলাসিতা মনে করে তার কারণ এই বিষয়ে তারা কোন ব্যয় করতে পারে না। তাদের সন্তানদের কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকার্জনের জন্য। তাই তারা শিশুর তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করে না, আমরা প্রায়ই অনেক নবীন শিশুদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে দেখি।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি : দারিদ্রতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির অভাবের জন্য পিতামাতা তাঁদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর থেকে জমিতে কাজ করার ক্ষেত্রে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেন। এও দেখা গেছে যে সন্তানরা পিতামাতার সঙ্গে জমিতে কাজ করছে।

যোগাযোগের অভাব : দূরবর্তী, পাহাড়ী, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারী দপ্তর এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এক বিরাট যোগাযোগের ব্যবধান তৈরী হয়েছে। ঐসব অঞ্চলের শিশুরা

নোট

সহজে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। স্থানীয় সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থাও এই সমস্যাবহুল অঞ্চলে শিক্ষার জন্য কিছু করার মত অবস্থায় নেই। তাই শিশুরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

বেকারত্ব : অনেক পিতামাতা মনে করেন যে শিক্ষিত যুবকেরা বেকার সেই কারণে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। তা সত্ত্বেও আপনি জানেন এই ধরনের চিন্তা ভাবনা ঠিক নয় এবং শিক্ষক হিসাবে আপনি কঠোর পরিশ্রম করবেন এই ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য।

আগ্রহের অভাব : যদিও সরকার বিদ্যালয় যাওয়া শিশুদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেবেন যেমন অবৈতনিক শিক্ষা, বৃত্তিপ্রদান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তা সত্ত্বেও সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে পিতামাতাদের এখনও আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ে নিবন্ধকরণের সংখ্যা এখনও বৃদ্ধি পায় নি।

বিদ্যালয় ছুট, অপচয়, আটকে থাকা : আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, যদিও শিশুরা বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত করেছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা পড়া ছেড়ে দেয়। অপচয় এবং আটকে থাকা একটা বড় বাধা হয়ে দাড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা করার ক্ষেত্রে।

অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাব : শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা হল অভিশাপ। আমাদের সমাজে পিতামাতাদের বেশীর ভাগ অংশই মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না এবং এই অজ্ঞতার জন্য তারা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করায় না।

লিঙ্গ সম্পর্কিত পক্ষপাতিত্ব : বেশীর ভাগ রাজ্যে মহিলা স্বাক্ষরতার হার পুরুষ স্বাক্ষরতার হার এর থেকে কম। বেশীর ভাগ সমাজে লিঙ্গ সম্পর্কিত পক্ষপাতিত্ব প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে, শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় ছেলে শিশুর জন্য অপরদিকে মেয়ে শিশুর শিক্ষা অবহেলিত। পরিবর্তে তাকে বাধ্য করা হয় বাড়ীর কাজে মাকে সাহায্য করতে এবং ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করতে হয়।

জীবনে স্থায়িত্বের অভাব : কিছু উপজাতি এবং যাযাবর এখনও গৃহহীন। জীবনধারণের জন্য এখনও তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। কিছু শ্রমিকদেরও জীবনে স্থিতির অভাব আছে। অনেক শিশু অনাথ। আমরা মনে করতে পারি, এই ধরনের বিষয়ে শিক্ষা নেওয়া তাদের কাছে অনেক দূরের স্বপ্ন।

কর্মতৎপরতা - 1

1. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অসাফল্যের আরও তিনটি কারণ উল্লেখ করুণ।

---

2. আপনি কী স্বাক্ষর ব্যক্তি এবং অস্বাক্ষর ব্যক্তির জীবনযাত্রায় কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন।

কী ধরনের পার্থক্য আপনি লক্ষ্য করেছেন স্বাক্ষর ব্যক্তি এবং অস্বাক্ষর ব্যক্তির মধ্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য করে (পর্যবেক্ষণ রেকর্ড করুণ)

নোট

- জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী
- সামাজিক পূর্ণতা
- জ্ঞানের স্তর
- আর্থিক মর্যাদা
- শিশুর শিক্ষাগত মর্যাদা
- পরিবারের আকৃতি
- জীবন ধারণের মান

3.2.3 86তম সংবিধান সংশোধন

2002 সালে ভারতের পার্লামেন্টে 86তম সংবিধান সংশোধন করে।

2002 সালের 86তম সংবিধান সংশোধন আইন।

নামকরণ এবং সূত্রপাত :

1. এই আইন 86তম সংবিধান সংশোধন আইন 2002 নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় সরকার এক গেজেট ঘোষণার মাধ্যমে কার্যকরী হয়।

2. সংবিধানে 21A ধারার অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানে 21নং ধারার পর এই ধারাটি অর্থাৎ শিক্ষার অধিকার 21A অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রের কাজ হবে ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এই পদ্ধতিতে যে সরকার আইন করে তা স্থিরীকৃত করবে।

45 নং ধারায় বিকল্প হিসেবে নতুন ধারা। এই নতুন ধারায় যে ব্যবস্থাগুলো আছে তা হল শৈশব শুরুর মুহূর্তে বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং ছয় বছরের নীচের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বলা হয়েছে রাষ্ট্র চেষ্টা করবে শৈশব শুরুর সময় তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার এবং ছয় বছর শেষ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

86তম সংবিধান সংশোধন আইন 6-14 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থাকে স্বীকৃত দিয়েছে।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষার অধিকার আইন যা পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে এবং পরে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে যাতে 86তম সংবিধান সংশোধন আইন বাস্তবায়ন করা যায়।

2002 সালে 86তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে 21(1) ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার স্বাধীনতার অধিকারের অংশ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে রাষ্ট্র 6-14 বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

সংবিধানের 21নং ধারা জীবন রক্ষা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। 21A নম্বর ধারা 21 নং ধারার পর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপনি অবশ্যই সাধুবাদ জানাবেন যে 6-14 বছর বয়স শিশুর শিক্ষার অধিকার বর্তমান একটি মৌলিক অধিকার।

নোট

সংবিধানের 51নং ধারা যেখানে 10টি মৌলিক কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে 11তম মৌলিক কর্তব্য যোগ করা হয়েছে। যেটি হল ''শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পিতামাতার কর্তব্য হল তার শিশুদের (6-14 বছর পর্য্যন্ত বয়স) শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তার সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার বিষয় বর্তমান একটি মৌলিক কর্তব্য

কর্মতৎপরতা—2

তুমি কী মনে কর 86তম সংবিধান সংশোধনী আইন বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কোন প্রভাব পড়বে?

3.2.4 শিক্ষার অধিকার আইন—2009

26শে আগস্ট 2009 ভারতের পার্লামেন্ট শিক্ষার অধিকার আইন 2009 একটি ঐতিহাসিক আইন পাস করে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্যের লক্ষ্যে বহু আকাঙ্খিত এই আইনটির প্রয়োজন ছিল। এটি ভারতের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু আপনি জেনে অবাক হবেন 6-14 বছর শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইন বহুপূর্বে অর্থাৎ 1902 সালে প্রনীত করেন কোলহাপুর রাজ্যের ছত্রপতি সাহু মহারাজন (মহারাষ্ট্র) এই ব্যাপারে 1918 সালে বল্লভ ভাই প্যাটেল বম্বের সমস্ত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অথবা ওয়ার্ধা শিক্ষা ব্যবস্থা (1937) শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। আপনি নিশ্চিতভাবে মহাত্মা গান্ধীর এই বক্তব্যের প্রশংসা করবেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্ত বাতাস ও পানীয় জলের অধিকার আছে ঠিক তেমনি প্রতিটি শিশুর অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে এবং সমাজ এবং সরকারের উচিত শিশুদের কল্যাণমূলক কাজের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

আমাদের দেশে 1959 সালে শিশুর অধিকার সংক্রান্ত U.N. ঘোষণার অংশ ছিল। এই অনুসারে 1974 সালের শিশুদের সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ঘোষণা করা হয়। 2005 সালে ইউনিসেফ ''চাইল্ডহুড আনডার থ্রেট''-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রায় 7 কোটি 20 লক্ষ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য এবং U.N. ঘোষণার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ভারত সরকার শিশু অধিকার সংক্রান্ত এক জাতীয় কমিশন গঠন করেন এই লক্ষ্য নিয়ে যে প্রত্যেক শিশুর বেঁচে থাকার এবং অংশগ্রহণের অধিকার আছে, একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং তদুপরি একজন শিক্ষক হিসেবে প্রধান কর্তব্য হল শিশুর অধিকার রক্ষা করা।

আপনি এখন শিক্ষার অধিকার আইনের বিভিন্ন বিষয় বিস্তৃতভাবে পড়বেন এবং যা নিম্নরূপ :

- শিশুর অধিকার
- শিক্ষকের দায়িত্ব ও ভূমিকা
- বিদ্যালয় পরিচালনা

নোট

- পাঠ্যসূচী এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক বিষয়।

3.2.5 শিশুর অধিকার

শিশুর অধিকার সংক্রান্ত সম্মিলিত জাতীপুঞ্জের ঘোষণায় উল্লেখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যা নিম্নরূপ :

শিক্ষা-মৌলিক অধিকার হিসেবে

শিশুর অধিকার
- বেঁচে থাকার অধিকার
- সুস্বাস্থ্যের অধিকার
- জাতীয়তার অধিকার
- পুষ্টির অধিকার
- আবেদনের অধিকার
- শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার
- বিদ্যালয় ভর্তির অধিকার
- অবহেলার বিরুদ্ধে অধিকার
- পিতামাতার সঙ্গে বসবাসের অধিকার
- তথ্য জানার অধিকার

- 6-14 বছরের প্রত্যেকটি শিশু তার নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে।
- কোন শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা পড়ার জন্য কোন অর্থ দিতে হবে না। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোন শিশু অর্থের অভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না।
- কোন কারণে 6 বছরের বেশী বয়সের শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে নি, সেই ধরনের শিশুদের বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।
- এমন কোন বিদ্যালয় যদি থাকে যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার সুযোগ নেই তাহলে তাকে যেখানে সুযোগ আছে সেখানে ভর্তির সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষক হিসাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করতে হবে।
- কোন কারণের জন্য শিশু নিজ বিদ্যালয় ত্যাগ করে রাজ্যের মধ্যে অথবা বাইরে কোন বিদ্যালয়ে ভতি হতে চায় তাহলে তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অথবা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শিশুকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেবেন। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে দেরী হলে তার বিরুদ্ধে চাকুরীর নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- বয়সের প্রমাণপত্রের অভাবে যেন কোন শিশু ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা শিক্ষক হিসাবে বয়সের প্রমাণপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করব।
- ভর্তির সময় শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য কোন শিশু যেন ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। শিক্ষক হিসাবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুটি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে।

নোট

- প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন শিশুকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা যাবে না অথবা নীচের শ্রেণীতে নামানো যাবে না।
- আমরা কখনই কোন শিশুকে দৈহিক শাস্তি এবং মানসিক যন্ত্রণা দেব না।

কর্মতৎপরতা—3

- আপনি যত্নসহকারে শিশুর অধিকারগুলো পর্যবেক্ষণ করুন এর ভিত্তিতে আপনি বর্ণনা করুন যে এই অধিকারগুলো আপনার অঞ্চলে, শ্রেণীকক্ষে, বিদ্যালয়ে কতখানি পালন করা হয়।

  .....

  .....

  .....

- শিশু অধিকার লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে কী কী কারণ আছে বলে আপনার মনে হয়

  .....

  .....

  .....

- শিশুর অধিকারের একটি তালিকা তৈরী করুন যা আপনার অঞ্চলে লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

  .....

  .....

  .....

- অঞ্চল পরিদর্শন করুন (তথা হোটেল, দোকান, খামার, বাজার) যেখানে শিশু অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে, তাদের সাথে কথা বলুন এবং আপনার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করুন।

  .....

  .....

  .....

- কর্মসূচী সংগঠিত করুন এবং শিশু অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করুন

  .....

  .....

  .....

- শিশুর অধিকার সম্পর্কে পথনাটিকা উপস্থাপিত করুন এবং শিক্ষার্থীদের যুক্ত করুন

  .....

  .....

  .....

3.3 শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং ভূমিকা

আপনি জানেন বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়। যে একটি বিদালয় কেমন তা নির্ভর করে সেই বিদ্যালয়ে

নোট

শিক্ষক যেমন শিক্ষার অধিকার আইনে শিক্ষকের ভূমিকা নিম্নরূপ :

- বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে নিয়মনির্দিষ্টতা মেনে চলতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করতে হবে।
- আমাদের কর্তব্য হবে যে প্রতিটি শিশুর শিখন ক্ষমতার বিষয়টি বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী শিখনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষক হিসাবে আপনার দায়িত্ব হবে সব শিশুরা যাতে ভয়মুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা এবং আপনি সর্বাত্মক এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সম্পাদন করার চেষ্টা করবেন। আপনি চেষ্টা করবেন শিশুদের দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য যাতে তাদের জ্ঞান প্রতিভা বিকশিত হয়। যদি আপনি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

  শুধুমাত্র নির্দ্ধারিত কর্তব্য পালন করলেই শিক্ষার অধিকার আইনের লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। বরঞ্চ আপনি একজন সক্রিয় শিক্ষার অধিকার আইন (2009) ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করুন। আপনি আপনার সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে চেষ্টা করবেন যাতে একশ শতাংশ স্বাক্ষরতা অর্জন করা যায়।

কর্মতৎপরতা—4

আপনি লক্ষ্য করেছেন শিক্ষার অধিকার আইন 2009এ শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি কোন কর্তব্যটিকে গ্রহণ করবেন শিক্ষার অধিকার আইনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য

3.4 বিদ্যালয়ের শাসনকার্য ও পরিচালনা—

আপনি কখনও ভুলে যাবেন না বিদ্যালয়ে শাসনকার্য ও পরিচালনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতক্ষণ না আপনার বিদ্যালয় সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে ততক্ষণে আপনি শিক্ষার অধিকার আইন 2009 এর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না। শিক্ষার অধিকার আইনে বিদ্যালয় শাসনকাল ও পরিচালনার ব্যাপারে অনেককিছুর সংস্থান আছে। এটা পরিষ্কারভাবে শিক্ষার অধিকার উল্লেখ করা আছে যে কোন বিদ্যালয়ে যতক্ষণ না পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বিদ্যালয় স্বীকৃতি পাবে না। এর অর্থ হল বিদ্যালয়ে সমস্ত রকমের সুযোগসুবিধা থাকতে হবে।

মাকে শিশুর প্রথম শিক্ষিকা বলা হয়, যে কমিটি গঠনের সময় কমিটিতে 50% মহিলা সদস্য থাকতে হবে। কমিটি পদাধিকারী প্রত্যেক পিতামাতার ক্ষেত্র থেকে নেওয়া হবে। ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয়ে যে কাজ সম্পাদন করবে সেগুলো হল

- বিদ্যালয়ের কাজের নিয়মিত নজর রাখা
- বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা।

নোট

- বিভিন্ন সূত্র থেকে যে আর্থিক অনুদান পায় সেগুলো নিয়মিত নজর রাখা।
- শিক্ষার অধিকার আইনের লক্ষ্য যাতে পূরণ করা যায় তার জন্য কাজ করতে হবে।

এই আশা করা হয় যে বিদ্যালয়ের শাসন পরিচালনার ব্যাপারে আপনি সাহায্য করবেন। এটা শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর যৌথ দায়িত্ব যে এটা সুনিশ্চিত করা যে যাতে সমস্ত শিশুরা নাম নথিভুক্ত করতে পারে এবং এও দেখা দরকার যে যাতে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার আগে পর্যন্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে। অনিয়মিত এবং বিদ্যালয় ছুটি একটি সাড়া জাগানো বিষয় এবং তা পরাভূত করা সম্ভব যদি শিশু ও তার পিতামাতাকে প্রণোদিত করা যায়।

3.5 পাঠ্যসূচী এবং মূল্যায়ন অপরিহার্য্য

এই স্তরের পাঠ্যসূচীর লক্ষ্য হবে শিশুদের ন্যূনতম দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ণ ঘটানো। এটা হবে শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশুদের দৈনন্দিন কাজের সাথে সম্পর্কিত। এই ব্যবস্থা শিশুকে বিভিন্ন ধরণের দক্ষতার এবং সামাজিক অর্থনৈতিক মর্যাদার শিশুদের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে। শিক্ষার অধিকার আইনের যে মূল্যবোধের উল্লেখ আছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচী নির্মাণ করতে হবে। ইহা অবশ্যই শিশুর জ্ঞান দক্ষতা প্রতিভা বৃদ্ধি সাহায্য করবে। আপনি ''সহমত' হবেন যে, শিখন প্রক্রিয়া বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হবে এবং তার সঙ্গে থাকবে সহ-পাঠক্রমিক হিসেবে খেলাধূলা।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে না। শিশুরা পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হবে, তবে তার মানে এই নয় যে শিশুর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অবহেলিত হবে। সর্বাত্মক এবং অবিরাম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা থাকবে। উৎকর্ষ মানের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আপনি সচেষ্ট থাকবেন। কোন পদক্ষেপ ব্যবস্থা থাকবে না। সে ভাবেই ে হাক শিক্ষার মান বজায় রাখতে হবে। আপনি জানেন যে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। আমাদের দায়িত্ব তাদের বুদ্ধি, প্রতিভা, দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। আমাদের যত্নবান হতে হবে শিশুর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, আপনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিশুর শিখন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা সবসময়ই চেষ্টা করব সম্পূর্ণভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য।

কর্মতৎপরতা-5

(1) নিজের অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করুন এবং কথা বলুন ওই বিদ্যালয়ে যার কর্মরত তাদের সঙ্গে কাজ করার পদ্ধতির বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করুন।

(2) প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য সফল করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

(3) শিশুদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বর্তমান ব্যবস্থায় আপনি কি খুশী? আপনার পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করুন।

(4) আপনি কি মনে করেন সর্বাত্মক এবং অবিরাম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার শিশুদের উন্নয়ণে সাহায্য করবে? আপনি মন্তব্য করুন।

নোট

3.6. শিক্ষার অধিকার আইনের নিয়মাবলী :

আমার শিক্ষার অধিকার আইন 2009 পাঠ করেছে। প্রকৃত বাস্তবায়নের জন্য কিছু নিয়ামকানুনের রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে যার নাম অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, শিশুর অধিকার আইন 2009 এই নিয়মকানুনগুলো কিছুটা পরিমাণে বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন হতে পারে। আমরা শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু নিয়মকানুন পাঠ করব। শিক্ষার অধিকার আইনের বিষয় 8টি ভাগে বিভক্ত।

মডেল নিয়মাবলী 2009 প্রস্তুত করা হয়েছে এই আইনটি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য। এই নিয়মকানুনগুলো সাহায্য করবে অন্যান্য রাজ্যগুলোর শিক্ষার অধিকার আইনের উপর নিজ আইন তৈরী করার ক্ষেত্রে। রাজ্যগুলো আইন তৈরী করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে অভিযোগ প্রতিকারের বিষয়টি যেন গুরুত্ব পায়। রাজ্যে কোন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাতে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে+ অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো হল নিম্নরূপ শিক্ষার অধিকার আইনের প্রচলিত রূপ যা চালু আছে সেগুলো নিম্নরূপ—

- শিশুদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে তারা সমবয়স্কদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিখন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
- প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের সীমানা।
- বিদ্যালয় উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পরিবহনের সুযোগ বৃদ্ধি অথবা আবাসিকের সুবিধা এবং সমস্তরকম শিখন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা যা তাদের সফলভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।
- আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ তার সীমানায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের শিশুদের যাবতীয় রেকর্ড তিনি রাখবেন।
- বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের দায়িত্ব হবে দুর্বল ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীর শিশুদের বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করা এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সংক্রান্ত বিষয়ে যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।
- প্রত্যেক শিশুর বয়সের শংসাপত্র প্রয়োজনীয়।
- সকল বিদ্যালয়কে আইন অনুসারে অনমোদনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে সরকার অথবা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ব্যতিরেকে।
- শর্ত এবং পদ্ধতির উল্লেখ থাকবে যেখানে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা যায়।
- বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির গঠন ও কার্যাবলী।
- বিদ্যালয় উন্নয়ণ সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ এস. এস. সি.-র তত্ত্বাবধানে থাকবে। শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতাবলীর মান

3.6.1. প্রারম্ভিক বিষয় :

প্রারম্ভিক স্তরে শিক্ষা অধিকার আইনের মূল শব্দগুলোর সংজ্ঞা।

(a) 'অ্যাক্ট' এর অর্থ হল 'অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন 2009।

নোট

(b) 'অঞ্চলওয়াড়ী' অর্থ হল একটি অঙ্গন ওয়াড়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে ভারত সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ণ মন্ত্রকের অধীন ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম-এর অধীনে।

(c) 'অ্যাপয়ন্টেড ডেট' অর্থ হল সরকারী গেজেটের ঘোষণা অনুযায়ী যে দিন আইনটি কার্যকরী হয়েছে।

(d) 'চ্যাপ্টার', 'সেকসন' এবং সিডিউল-এর অর্থ হল আইনে চ্যাপ্টার সেকসন অফ এবং সিডিউল।

(e) 'চাইল্ড' এর অর্থ হল 6-14 বছর বয়সের শিশু।

(f) ''পিউপিল কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড''-এর অর্থ হল সর্বাত্মক এবং অবিরাম মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে শিশুর সম্পর্কে রেকর্ড রাখা।

(g) 'স্কুল ম্যাপিং' এর অর্থ হল বিদ্যালয়ের অবস্থান সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করা যাতে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং ভৌগোলিক দূরত্ব কমিয়ে আনা।

3.6.2. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষায় শিশুর অধিকার :

● বিশেষ প্রশিক্ষণ যে সমস্ত শিশুরা দেরী করে ভর্ত্তী হবে তার বিশেষভাবে নিয়োজিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থাকবে। এর উদ্দেশ্য হল শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিশুদের সাথে যাতে একীকরণ হতে পারে। শিক্ষক হিসাবে এটা আমাদের কর্তব্য যারা পিছিয়ে আছে তাদের সাহায্য করা।

বিশেষ প্রশিক্ষণ সেকসন-4-এর প্রথম অনুবিধির জন্য :

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শিশুদের চিহ্নিত করবেন যাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সেই প্রশিক্ষণ সংগঠিত হবে নিম্নলিখিত রীতি মেনে।

বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে সেকসন-29(i) এ নির্দেশিত নির্দেশ মেনে, শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে বয়সোপযোগী শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। এই ধরণের প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কোন শ্রেণীকক্ষে অথবা কোন নিরাপদ আবাসনের ঘরে। এটা অনুষ্ঠিত হবে বিদ্যালয়ে কর্মরত কোন শিক্ষকের দ্বারা অথবা এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত কোন শিক্ষকের দ্বারা। এর মেয়াদকাল তিন মাস। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পাক্ষিক মূল্যায়ন এর ভিত্তিতে প্রয়োজনে মেয়াদকাল দুবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিশু প্রশিক্ষণের পর বয়স অনুসারে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্ত্তী হতে পারবে। শিক্ষকরা তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবেন যাতে তারা শ্রেণীতে অন্যদের সাথে শিক্ষা ও মনের দিক থেকে একীকরণ করতে পারে।

3.6.3. রাজ্য সরকারের কর্তব্য :

● স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 1-4 শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিদ্যালয় পায়ে হেঁটে 1 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে স্থাপিত করতে হবে সরকারী উদ্যোগ। 6-8 শ্রেণীর শিশুদের জন্য পায়ে হেঁটে 3 কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপিত করতে হবে। যেখানে আগে থেকে বিদ্যালয় ছিল সেখানে প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীকক্ষ বাড়িতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকেই পরিবহন ও আবাসিক-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে আমরা অনেকে রাজ্যসরকারের উদ্যোগকে প্রশংসা করছি। কিছু রাজ্য সরকার বালিকাদের জন্য বিনা পয়সায় পরিবহনে যাতায়াতের সুবিধা করে দিয়েছে আবার কোন কোন রাজ্য সরকার বালিকাদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য সাইকেল দিয়েছে।

নোট

3.6.4. রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ :

নিজের এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সকল শিশুদের নথি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন তাদের জন্মের পর থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত এবং প্রতি বছর সাম্প্রতিক তথ্য সংযোজন করবেন। এ ব্যাপারে শিক্ষক হিসেবে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের কর্তব্য শিশুর অধিকারে কোন বিচ্যুতি ঘটলে যেমন ভর্ত্তীর সুযোগ না দেওয়া, শিশুর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন সঙ্গে সঙ্গে তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি আকর্ষণ করা। ঐ ব্যাপারে আমাদের সদা জাগ্রত থাকতে হবে। আমাদের সব সময় তাদের প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করতে হবে, পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা এবং সব সময় নজর রাখতে হবে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষই বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল বাস্তবায়নের দিকে ভালভাবে নজর রাখতে পারে। আপনি জানেন যে, এই কর্মসূচী অনেক রাজ্যেই নেওয়া হয়েছে এবং প্রায়ই এই কর্মসূচীর অপব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন খবর শোনা যাচ্ছে। এটা আমাদের কর্তব্য যে আমাদের স্তরে এই ধরনের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। ম্যানেজিং কমিটি বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন তিন বছরের জন্য। এই পরিকল্পনায় পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা, মানব সম্পদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা যেমন প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক এবং প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য। আমরা ম্যানেজিং কমিটিকে সাহায্য করব এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য।

3.6.5. বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতা :

রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিটি বিদ্যালয় শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য করবেন। আমরা যেন ভুলে না যাই যে বিদ্যালয় কিন্তু কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাভজনক সংস্থা নয়। জিলা শিক্ষা আধিকারিক-এর ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ তিনিই জেলার অভিভাবক এবং তাঁর দেখা কর্তব্য যে তাঁর জিলায় শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করেছে কি না? শিক্ষক হিসেবে আমাদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে তার কারণ আমরাই প্রধান মানব সম্পদ হিসাবে শিক্ষার অধিকার আইনের মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারব।

আমাদের বিদ্যালয়ের স্বীকৃত বাতিল হতে পারে যদি আমরা শিক্ষার অধিকার আইনের ক্ষেত্রে মান্যতা না দিই। আমরা নিজের এলাকায় সকল যোগ্য শিশুকে সনাক্ত করে একটি তালিকা তৈরী করতে হবে এবং একই প্রক্রিয়া প্রতিবেশী বিদ্যালয়গুলিতে চলবে।

3.6.6. বিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট কমিটি :

আপনি জানেন পরিচালনা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা প্রয়োজন যদি আমরা সব শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে চাই। আমার অধিকারে আইনের নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হবে শিশুদের পিতামাতাদের মধ্যে থেকে এবং তাদের শক্তি হবে 75% কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হল নিম্নরূপ :

- নজরদারী করা যাতে শিক্ষকরা কোন শিক্ষা বহির্ভূত কাজে (জনসংখ্যা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ ছাড়া) যুক্ত হতে না পারেন।

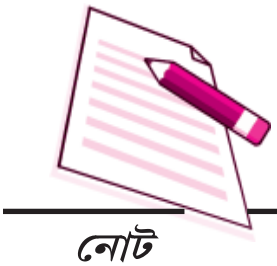

নোট

● স্বাভাবিক কাজের পাশাপাশি একটি ফাইলে শিশুর রেকর্ড রাখবেন যা তার সেই বছর শেষ হওয়ার পর শংসাপত্র দিতে লাগবে। আমরা আশা করব প্রতিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে, পাঠ্যসূচী নির্মাণ, প্রশিক্ষণ একক, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।

● শিক্ষকদের জন্য অভিযোগ প্রতিকারের একটি ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্য সরকার স্কুল ট্রাইবুনালে গঠন করবেন রাজ্য, জিলা এবং ব্লক স্তরে।

● রাজ্য এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখবেন।

কর্মতৎপরতা-6

1. আপনার মতে, একজন শিক্ষক কিভাবে বিদ্যালয় শাসন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।
2. বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির কার্যাবলী আপনি দেখেছেন। আর কি কাজ থাকতে পারে? পরামর্শ দিন।

3.6.7. শিক্ষকশণ :

শিক্ষকদের যোগ্যতা মান নির্ধারণ করবেন সংশ্লিষ্ঠ রাজ্যের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। ন্যূনতম যোগ্যতামান কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দেবেন তা সকল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিছু রাজ্যে যেখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের ঘাটতি আছে সেখানে শিক্ষকের যোগ্যতামান হ্রাস করা যেতে পারে। কিন্তু সেই শিক্ষককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই যোগ্যতামান অর্জন করতে হবে। (যেমন H.S.S.C.)

কর্মতৎপরতা-7

আপনি কী মনে করেন যে কোন অবস্থায় শিক্ষকদের যোগ্যতা মান হ্রাস করা যেতে পারে?—উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

পাঠ্যসূচী এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তিকরণ :

রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারী করবেন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং, পাঠ্যসূচী পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিখন উপকরণ নির্মাণ করবেন। এছাড়াও এই সংস্থা চাকুরীরত শিক্ষকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, পরিকল্পনা, নির্দেশিকা প্রস্তুত করবেন পাঠ্যসূচী বাস্তবায়ন এবং অবিরাম সার্বিক মূল্যায়ন ব্যবসআ চালু রাখার জন্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার এক বছরের মধ্যে শংসাপত্র দিতে হবে প্রত্যেকটি শিশুকে বিদ্যালয়/ব্লক/জিলা স্তর থেকে।

সফলতার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর সকল শিশুদের শংসাপত্র দিতে হবে। সেই শংসাপত্রে তার নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী ছাড়াও অন্যান্য কার্য সম্পাদনের বিষয় এবং গান, নাচ, সাহিত্য এবং খেলাধূলার বিষয়ও উল্লেখ থাকবে।

শিক্ষক হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই যত্নবান হবেন শিশুর সব ধরণের রেকর্ড, বিশেষ করে শিশুর ক্রমাগত সংযোজনের ফলে গঠিত রেকর্ড যা তার পরিপূর্ণ উন্নয়ন বুঝতে সাহায্য করবে।

নোট

কর্মতৎপরতা-8

(1) শিক্ষা মৌলিক অধিকারের আলোকে সাধারণ শিশুদের এবং বিশেষ মনোযোগ দিতে হয় সে সব শিশুদের জন্য পাঠ্যসূচী সঠিক বলে আপনার মনে হয়—

(2) বর্তমান বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?

(3) সর্বাত্মক এবং অবিরাম মূল্যায়ন পদ্ধতি শিশুদের উন্নয়ন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কী সঠিক বলে মনে হয়।

3.6.9. শিশুর অধিকার রক্ষা :

আমাদের দেশে অনেক রাজ্যে শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য স্টেট কমিশন গঠন করেছেন। যে রাজ্যে স্টেট কমিশন নেই সেই রাজ্যে সরকার তৎক্ষণাৎ স্টে কমিশন গঠন করবেন। সেই সময় পর্যন্ত শিক্ষা অধিকার রক্ষা কর্তৃপক্ষ (REPA) গঠন করবেন। এটা দেখা গেছে কমিশন/নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করা সত্ত্বেও, লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নি সকল স্তরে দায়বদ্ধতা এবং সহযোগিতার অভাব এর জন্য।

শিক্ষক হিসেবে এটাই আমাদের একমাত্র মূল্যবান ইচ্ছা যে আমরা শিক্ষার অধিকার আইন 2009 সফল করার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং সহযোগীতা করব।

অধিকারের প্রকারভেদ :

শিশুর অধিকার বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করা যায়। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পৌর, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার। অধিকার সাধারণভাবে দু ধরণের। এবং যা শিশুকে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন হতে শেখায়।

দুই নির্ভরতার কারণে ক্ষতির আশংকা থেকে রক্ষা পাওয়া। এইগুলো তকমা দেওয়া হয় ক্ষমতায়নের অধিকার যা নিরাপত্তার অধিকার। একটি কানাডার সংগঠন শিশুর অধিকারকে তিনভাগে বিভক্ত করেছে।

- **বন্দোবস্ত (প্রভিসন) :** শিশুদের পর্যাপ্ত মান অনুযায়ী জীবনধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, খেলাধূলা, অবসর যাপনের অধিকার। এগুলোর সাথে পরিমিত তাহার, গরম বিছানায় ঘুমানোর জন্য এবং বিদ্যালয়ে ভর্ত্তী।
- **নিরাপত্তা :** অপব্যবহার, অবহেলা, শোষণ, বৈষম্যর থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার। এগুলোর সাথে খেলাধূলার জন্য নিরাপদ স্থান, ইতিবাচক শিশু লালন পালন ব্যবহার এবং শিশুর ভাল কাজের স্বীকৃতি।
- **অংশগ্রহণ :** শিশুর অধিকার আছে যে কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে অংশগ্রহণ করার যারা তাদের সম্পর্কে কোন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। এগুলোর মধ্যে পাঠাগারে যুক্ত হওয়া, সম্প্রদায়ের কর্মসূচীতে যুক্ত হওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিশুর যোগদান সংক্রান্ত অধিকার।
- একইভাবে চাইল্ড রাইটস্ ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক অথবা সংক্ষেপে CRIN অধিকারকে দুভাগে বিভক্ত করেছে।

নোট

● **অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার :**

অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বুঝে এবং মানুষের মূল প্রয়োজন যেমন খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষার অধিকার, পর্যাপ্ত থাকার জায়গা, খাদ্য, জল, কাজের অধিকার, সঠিক জায়গায় কাজ করার অধিকার, সংখ্যালঘু নিজের দেশের সংস্কৃতি রক্ষা ইত্যাদি।

● **পরিবেশ, সাংস্কৃতিক এবং উন্নয়নের অধিকার :** এইগুলোকে সাধারণভাবে 'তিন প্রজন্মের অধিকার', যার মধ্যে আছে নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার এবং সুপরিবেশ যেখানে যেখানে ব্যক্তিরা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ পায়।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হল ব্যক্তি অধিকারের আলোকে শিশু অধিকারের কথা বলতে হবে। নিম্নের অধিকারগুলো একটি শিশুকে সুস্বাস্থ্য এবং স্বাধীন করতে পারে।

- বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার
- চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা
- ভয় থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা
- সিদ্ধান্ত ও পছন্দ গ্রহণের স্বাধীনতা

● শিক্ষা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। সেই কারণে আপনি জানেন শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়ের যৌথ দায়িত্ব। কেন্দ্রসরকার এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে অর্থসংস্থান করবে শিক্ষার অধিকার আইন সফল করার জন্য।

● কেন্দ্র সরকার শিক্ষার অধিকার আইনের বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য মূল খরচ বহন করবেন।

● রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্র সরকার প্রত্যেক রাজ্যসরকারকে আর্থিক অনুদান দেবেন।

● রাজ্যসরকার কেন্দ্র সরকার কর্তৃক দেয় অনুদান এবং নিজের সম্পদ থেকে অর্জিত অর্থ শিক্ষার অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করবেন।

● কেন্দ্র সরকার ও রাজ্যসরকারের যৌথ দায়িত্ব 6-14 বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হলে বিশাল অঙ্কের টাকার প্রয়োজন। এই কাজ সরকারের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। সরকার এই কাজের জন্য হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে।

রাজ্য সরকারকে যে কাজ করতে হবে তা হল—

● নির্দিষ্ট বয়সের যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেক শিশুর ভর্ত্তী, উপস্থিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে শিক্ষক হিসেবে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● নাগালের মধ্যে বিদ্যালয় সুনিশ্চিত করা।

● প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন শিশুর মধ্যে যেন বৈষম্য না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশা করতে পারি যে বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করব।

● সকল প্রকার পরিকাঠামো এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার লক্ষ্যে সকল শিশু পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় অর্থে অভাবে পরিকাঠামোগত

নোট

সুযোগ সুবিধা দিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করে এই সুবিধাগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।—এটা আমাদের কর্তব্য।

● প্রত্যেক শিশু যাতে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় তার সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উন্নতমানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

● প্রাথমিক স্তরে যে সমস্ত শিক্ষকরা কর্মরত তাদের প্রশিক্ষরের ব্যবস্থা করা। সত্যি বলতে কী এটা আমাদের কাছে বিশেষ সুবিধার এই কারণে যে এটা আমাদের যোগ্য করে তুলবে পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই প্রশিক্ষণ আমাদের স্থিরতা দেবে।

সংক্ষিপ্তসার

এই এককে আমরা আলোচনা করেছি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা এবং এর অর্থ হল প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ভারতের সংবিধানে 45নং ধারায় 6-14 বছর বয়সের শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আমাদের সংবিধানের বিধিব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। 2002 সালে আমাদের পার্লামেন্ট 86তম সংবিধান সংশোধন আইন পাস করে। 21A ধারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় যেখানে 6-14 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনি এও পড়েছেন যে UEEর অসাফল্যের দিকগুলো। 1959 সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ঘোষণা করেছে শিশুর অধিকার বেঁচে থাকার অধিকার, জাতীয়তার অধিকার, পুষ্টি পাওয়ার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সুস্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, অবহেলার বিরুদ্ধে অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, তথ্য জানার অধিকার, অপব্যবহারের বিরুদ্ধে অধিকার, অবসর যাপনের অধিকার—এগুলো শিশুদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। 2009 সালে ভারতে পার্লামেন্ট একটি ঐতিহাসিক আইন প্রনয়ণ করে যার নামকরণ হল শিক্ষার অধিকার আইন 2009। আমরা বিস্তৃতভাবে শিক্ষার অধিকার আইন (RTE) 2009 এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থা।

শেষ একক-এ আমরা দেখেছি যে 'শিক্ষা' হল যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং এই আইনের বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা ও আলোচনা করা হয়েছে।

সুপারিশকৃত পুস্তক ও রেফারেন্স পুস্তক

● en.ucikipedia.org/wiki/Sarvashiksha Abhiyan

● Unesdoceunesco.org

● অগোএয়ালা.জে.সি-ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া

www.en.gov.in./schooleducation/contacts.htm.

একক সমাপ্ত অনুশীলনী

(1) ইউ.ই.ই. লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো কী?

(2) শিক্ষার অধিকার আইন 2009-এ বর্ণিত পাঁচটি অধিকার কী কী? শিক্ষক ও ছাত্রের স্বার্থের উপযোগী কিছু পরামর্শ দিন।

নোট

একক - 4 UEE' র জন্য সাংগঠনিক কাঠামো

কাঠামো

4.0 – ভূমিকা

4.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

4.2 – ভারতীয় স্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো NCERT

4.2.1 – NCERT'র ভূমিকা

4.2.2 – NCERT'র কার্যাবলী

4.3 – রাজ্যস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠিকন কাঠামো

4.3.1 – SCERT

4.3.2 – SIEMAT

4.4 – জেলা স্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো (DIETs)

4.4.1 – DIET এর ভূমিকা

4.4.2 – DIET এর কার্যাবলী

4.5 – ব্লক স্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো (BRC)

4.5.1 – BRC'র ভূমিকা ও কার্যাবলী

4.6 – ক্লসটার স্তরে প্রাথমিক সিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

4.6.1 – CRC'র ভূমিকা

4.6.2 – CRC'র কার্যাবলী

4.7 – সংক্ষিপ্তসার

4.8 – পরিভাষা কেন্দ্র / সংক্ষেপিত রূপ

4.9 – সুপারশিকৃত বই এবং রেফারেন্সেস

4.10 – একক সমাপ্তি অনুশীলনী

4.0 ভূমিকা

ভারতের সংবিধানের 51A ধরায় বর্ণিত একটি মৌলিক কর্তব্য হল প্রত্যেক নাগরিক কঠোর পরিশ্রম করবে ব্যক্তির সবক্ষেত্রে উৎকর্ষতা এবং যৌথ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যাতে জাতী উচ্চস্তর পর্যন্ত

নোট

সাফল্যের সীমানায় পৌঁছাতে পারে। এই বিষয়ে উপর গুরুত্ব দিয়ে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ঘটানো যায়। আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান এই অসুবিধা গুলো দূর করার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিক এবং কিছু প্রতিষ্ঠান স্বত:প্রনোদিত।

প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে MHRD ভারত সরকার দেশের গুণগত ভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সংক্রান্ত বিবেকন্দ্রীভূত করেছেন। জাতীয় স্তরে NCERT, রাজ্যস্তরে SCERT জিলা স্তরে DIET, BRC'S, CRCs হল মূল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোকে প্রশাসনিক এবং সম্পদ সংক্রান্ত সাহায্য দিয়ে থাকে।

এই এককে আমরা বিভিন্ন স্তরের এই প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং কার্যাবলী আলোচনা করব।

এই প্রতিষ্ঠান গুলোর কাজ সম্পূর্ণভাবে শিক্ষকদের সহযোগীতার উপর নির্ভর করবে। শিক্ষকরা দুভাবে এই প্রতিষ্ঠান গুলোর কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারে।

i) শিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রতিষ্ঠান গুলো বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচী নেয়।

ii) এই প্রতিষ্ঠান গুলো শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্ভাবনী বিষয়ের শংসাপত্র দেয়। শিক্ষকরা এই বিষয়গুলোর সংস্পর্শে এসে নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে যা প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

পরের বিষয় যাবার আগে আমরা 4.1 এ চিত্রটি দেখে নেব সেখানে এই এককের বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা এবং তাদের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করবে।

এই এককের বিভিন্ন ধারনা সংক্রান্ত মানচিত্র

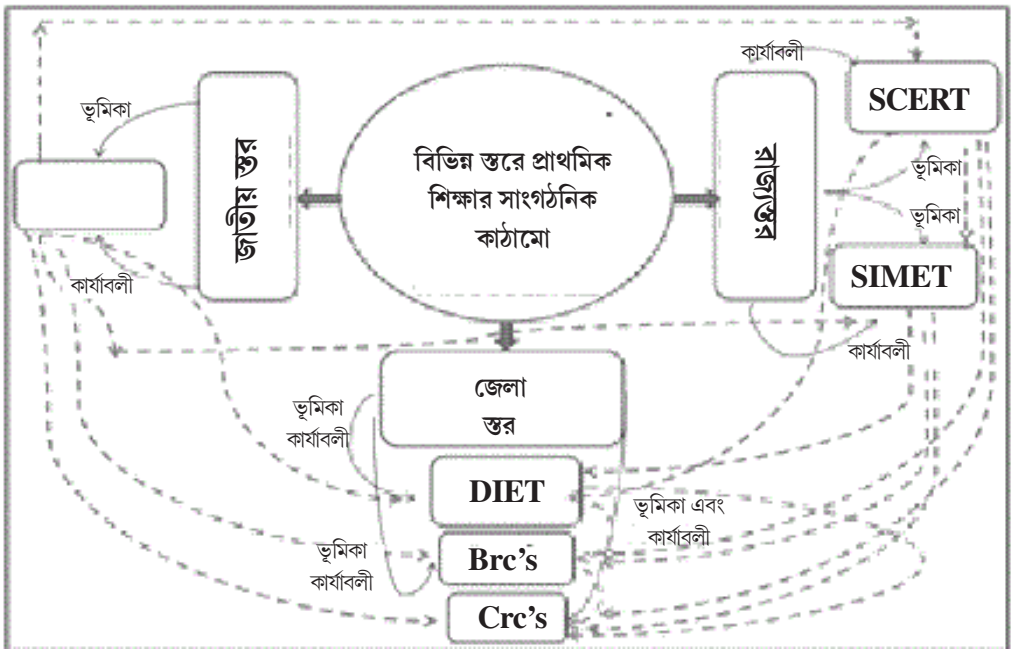

চিত্র-4.1

নোট

বৃহত্তম আঙ্গিকে এই প্রতিষ্ঠান গুলোর ভূমিকা ও কার্যাবলী আলোচনা করা যাক।

4.1 শিখনের উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন।

- প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন স্তর অর্থাৎ জাতীয়। রাজ্য এর জিলাস্তরের প্রতিষ্ঠান গুলোর সাংগঠনিক কাঠামো
- জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান যেমন NCERT'র ভূমিকা ও কার্যাবলী।
- রাজ্য স্তরের প্রতিষ্ঠান যেমন SCERT এবং SIEMT'র ভূমিকা ও কার্যাবলী।
- জিলা স্তরের প্রতিষ্ঠান যেমন DIET, BRCs এবং CRCs ভূমিকা ও কার্যবলী প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে।
- দেশের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শ।

4.2 জাতীয় স্তরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামো : NCERT

1954 সাল থেকে আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান : NCERT কাজ শুরু করেছে, যেরকম - Central Bureau of Text-book Reserch (1954), Institute of Educational and Vocational Guidance (1954), National Institute of Basic Education centre (1956), National Foundation Education Centre (1956), যেটা পরবর্তীকালে হয়েছিল Diretorate of extension programme for secondary Education (1959), National Institute of Audiovisual Education (1959). এই প্রতিষ্ঠান গুলো বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে।

1961 সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনা হয় যেটা আরও বেশী করে স্বাধীনতা বিশেষজ্ঞ এবং অর্থ সম্পদ এর ব্যবস্থা ছিল। যেমন National Council of Educational Reserch and Training (NCERT) যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লীতে 1961 সালে 1st সেপ্টেম্বর। NCERT'র মূল লক্ষ্য ছিল বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে শিক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দেওয়া মানব উন্নয়ন সম্পদ মন্ত্রক এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ মত গ্রহণ করে বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা নীতি ব্যস্তবায়ন করে। NCERT একটি সাধারন সংস্থা যেখানে সকল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকরা প্রতিনিধিত্ব করেন।

নোট

NCERT'র চারটি মূল লক্ষ্য। সেগুলো হল ঃ-

- বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়ন
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ
- শিক্ষা বিস্তার
- দেশে বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করা।

এই কার্য সম্পাদন করার জন্য যে সংস্থাগুলো সাহায্যে করে সেগুলো হল:

- National Institute of Education (ME) নিউ দিল্লী।
- Central Institute of Educational Technology (CIET) নিউ দিল্লী
- Pandit Sunderlal Sharma Central Institute of Vocational Educational (PSSCIVE), Bhopal.
- Regional Institutes of Education (RIE) অবস্থিত, আজমের, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, মহীশূর, এবং শিলং।
- NCERT মূল পরিচালক সংস্থা হল এগজিকিউটিভ কমিটি। মানব উন্নয়ন সম্পদ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেন পদাধিকার বলে এর সভাপতি। অন্যান্য প্রতিনিধি হলেন-
- সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষামন্ত্রী
- University Grants commission এর চেয়ারম্যান মানব উন্নয়ণ সম্পদ দপ্তরের সচিব, চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রতিটি অঞ্চল থেকে একজন করে। Central Boart of Secondary Education এর চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন এর কমিশনার। Central Health education Bureau'র অধিকর্তা, শ্রম মন্ত্রকের অধীনে প্রশিক্ষণ ও কমসংস্থান অধিকরণের অধিকর্তা। শিক্ষা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন থেকে একজন করে প্রতিনিধি, পরিষদ এর এগজিকিউটিভ কমিটির সকল সদস্য এবং এরূপ অন্যান্য ব্যক্তি। ভারত সরকার ছয়জন মনোনীত করবেন (এর মধ্যে কমপক্ষে চার জন বিদ্যালয় শিক্ষক হবেন)।
- NCERT'র সচিব হবেন এর আহ্বায়ক।
- মূল নিয়ন্ত্রক কমিটিকে সাহায্য করার জন্য তিনটি কমিটি থাকবে। এই কমিটি গুলো অর্থ সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়গুলো দেখভাল করবেন। এই কমিটি চেয়ারম্যান পরিচিত হবে ডিরেক্টর হিসাবে যিনি কার্যানির্বাহক আধিকারিক হবেন।

4.2.1 NCERT'র ভূমিকা

1961 সালে ভারত সরকার National Council of Educational Research and Training এক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন যার মূল কাজ হল শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে

নোট

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। বিশেষ করে বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষকদের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে কাউন্সিল সারা বছর ধরে এক নাগাড়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

কাজকর্মের পরিধি ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষার উপর বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা শিক্ষা গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞানের, ইত্যাদি NCERT'র গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অফ এডুকেশনের (NIE) বিভিন্ন বিভাগ। রিজিওনাল ইনসটিটিউট অফ এডুকেশন (RIE)। সেন্ট্রাল ইনসটিটিউট অফ ভোকেশনাল এডুকেশন (PSSCIVE) বিদ্যালয় শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহম করে। NCERT গবেষণার বিষয়ে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। স্কলারদের পি.এইচ.ডি'র জন্য গবেষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর গবেষণা করার জন্য ফেলোশিফ দিয়ে থাকে যাতে উপযুক্ত গবেষক পাওয়া যায়।

প্রোগ্রাম অ্যাডভাইসারি কমিটি NCERT'র প্রধান পরামর্শদাতা সংস্থা। গবেষণা প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা নীতি উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রস্তুত করে। এই প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ নিয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প গুলো তত্ত্বাবধান করে। বোর্ড তিনটি স্থায়ী উপকমিটির মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

i) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কাউন্সিলের কাছে যে গবেষণা প্রকল্প জমা দিয়ে থাকে সে গুলো আলোচনা করা।

ii) পরিকল্পনা, সমন্বয় সাধনের বিষয়, শিক্ষা সংক্রান্ত্র পাঠ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে NIE এর সাথে আলোচনা করে।

iii) সম্প্রসারণ এবং বহিরঙ্গন অনুসন্ধান কার্য বিষয়ে আলোচনা করা।

NCERT স্থাপিত করেছে NIE এবং RIEs যার কাজ হল প্রধান সংস্থা হিসাবে NCERT'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গুলো পূরণ করা এবং গবেষণার উন্নয়ন এবং উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

1. জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো বাস্তবায়ন করা
2. প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা (UEE)
3. বৃত্তিমূলক শিক্ষা
4. বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করা
5. শিশুর শুরুর দিকে শিক্ষা
6. পরীক্ষা সংস্কার এবং মূল্যায়ণ
7. তথ্য প্রযুক্তি (IT) শিক্ষা
8. মূল্যযুক্ত শিক্ষা

নোট

9. শিক্ষা প্রযুক্তি

10. আদর্শ পাঠ্যপুস্তক/কর্ম শিক্ষা বই/শিক্ষক সাহায্যকারীর বই/ অতিরিক্ত পঠন উপকরণ সংক্রান্ত বিষয়ের উন্নয়ন।

11. শিক্ষক শিখন এর উপকরণের উৎপাদন

12. কন্যাশিশুদের শিক্ষা

13. প্রতিভা খুজে বার করা এবং তা লালন পালন করা

14. পথ-প্রদর্শক এবং পরামর্শ দেওয়া

15. শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নয়ন

16. আন্তজার্তিক সম্পর্ক

4.2.2 NCERT'র কার্যাবলী-

NCERT গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে। যেগুলো নিম্নরূপ

a) **গবেষণা :** NCERT স্বাধীনভাবে গবেষণা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগীতায় গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় সংগঠিত করে। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গবেষকদের জন্য বিভিন্ন কার্য প্রণালী সংগঠিত করে এবং বিদ্যালয় শিক্ষার উপর গবেষণা করার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করেন।

b) **প্রশিক্ষণ :** কর্মেযুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং কর্মরত শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যেমন প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বৃত্তি শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সংগঠিত করে।

c) **উন্নয়ন :** সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে সময়পযোগী পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান সংক্রান্ত উপকরণ উন্নয়ন করে।

d) **কর্মেযুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ :** ইহা কর্মে যুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

e) **মানসিক অভিযোজন (Orientation) :** এই প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে যেমন নতুন শিক্ষা ভাবনা, মতাদর্শ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিক্ষকদের মানসিক অভিযোজনের (Orientation) ব্যবস্থা করে।

f) **অধ্যায়ন করা, অনুসন্ধান নিরীক্ষণ করা** - এই প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে গবেষণা অনুসন্ধান এবং নিরীক্ষণ সংগঠিত করে।

নোট

g) **পরিব্যাপ্তি :** ইহা বিভিন্ন তথ্য এবং গবেষণা লব্ধ জ্ঞান তাৎক্ষণিক শিক্ষা সংক্রান্ত এবং পদ্ধতি পরিব্যাপ্তি ঘটায়।

h) **পরামর্শ :** ইহা শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেয়।

i) **নীতির ব্যস্তবায়ন :** ভারত সরকারের নীতি এবং কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ঘটায়।

j) **বিভিন্ন ক্ষেত্র :** এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা যেমন পাঠ্যসূচী, পাঠ্যবই, প্রকাশনা, পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয় কর্মসূচী নেয় এবং এই ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রে গবেষণার উপর জোর দেয় সকল স্তরের বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন ঘটে।

NCERT যে কার্যগুলো সম্পাদন করে সেগুলো নীচের চিত্রে দেখানো হল।

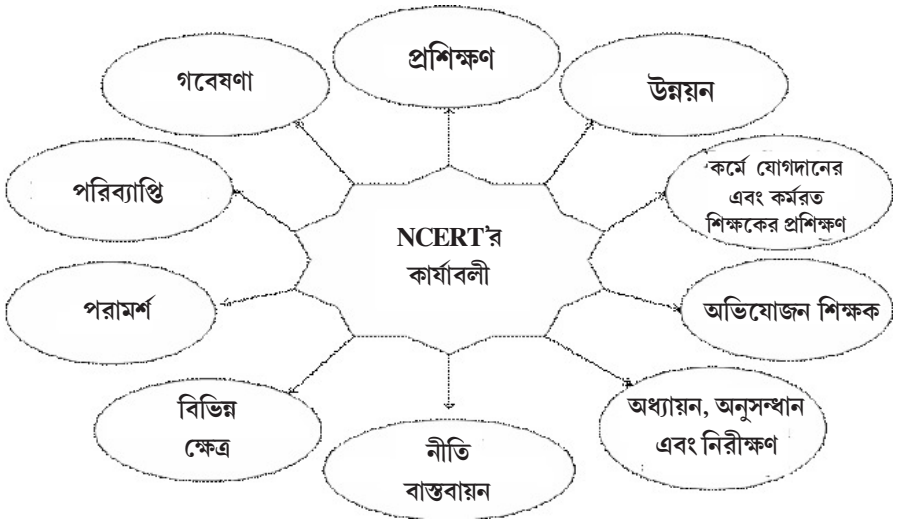

চিত্রে - 4.3 NCERT'র কার্যাবলী

j) **আন্তজার্তিক ভূমিকা** - NCERT বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছে এই রকম আন্তজার্তিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ইউনেসকো, ইউনিসেফ, ওয়াল্ড ব্যাংক প্রভৃতি NCERT'র সাথে কাজ করছে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে।

কাউন্সিল প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে।

কর্মতৎপরতা-1

1. প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে NCERT'র ভূমিকা 100 শব্দের মধ্যে লেখ।

.....

.....

.....

নোট

4.3 রাজ্যস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

রাজ্যস্তরে দুটো মূল প্রতিষ্ঠান শিক্ষার জন্য কাজ করছে। সেগুলো হল SCERT এবং SIEMT.

4.3.1 স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (SCERT)

শিক্ষা বিষয়টি যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং সে কারনে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে বিষয়টি। দুই সরকারকেই দায়িত্ব থাকে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার। সিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যাপারে সমন্বয় সাধন এবং একীকরণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যসম্পাদন এবং প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনের তাগিদ থেকে। স্টের্ট কাউন্সিল এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (SCERT) রাজ্যস্তরের NCERT'র অনুরূপ। এর উপর দায়িত্ব বর্তেছে বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা প্রাক্ বিদ্যালয় স্তর থেকে উচ্চমাধমিক স্তর পর্যন্ত। SCERT পরিষদ গড়ে উঠেছে সিকিম, ত্রিপুরা, কেরালা গোয়া, জম্মু এবং কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যে।

SCERT'র সাংগঠনিক কাঠামো : SCERT'র বিভিন্ন বিভাগ আছে তারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কাজ করছে।

- কর্মরত শিক্ষা বিভাগ
- প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগ
- শিক্ষা সংক্রান্ত্র গবেষণা, নীতি এবং উদ্ভাবনী বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ
- পরীক্ষা এবং ভর্ত্তী সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বিভাগ

এই সংস্থার অন্যান্য বিভাগও আছে-

- অধ্যায়ণ সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বিভাগ
- প্রশাসন সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বিভাগ
- হিসাব রাখা সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বিভাগ
- প্রকাশনা বিভাগ

SCERT'র ভূমিকা

- SCERT রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের একটি শাখা যার কাজ হল প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি দেখা।

নোট

- বিদ্যালয় শিক্ষায় পরিবর্তন, প্রথা বর্হিভূত শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়ে রাজ্য সরকার নিযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।
- মাধ্যমিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়, DIET প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। শিক্ষক শিখন সংক্রান্ত মহাবিদ্যালয় ক্ষেত্রে ইনষ্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিস এর ভূমিকা ইত্যাদি রাজ্যস্তরে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করে।
- SCERT শিক্ষক নিয়োগ শিক্ষকদের বদলি। শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বদলি ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করে।
- কর্মরত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে অর্থের ব্যবস্থা ও নজরদারী করে।
- প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যসূচী বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনে সংশোধন করা। বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিখন উপকরণ প্রকাশ করা ইত্যাদি SCERT'র কাজ।
- SCERT শিক্ষকদের MIL সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে এবং কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর MIL সফল করা যায় তার জন্য শিক্ষকদের সচেতন করে।
- প্রাক-বিদ্যালয় শিশুদের জন্য প্যাকেজ উন্নয়ন করে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রসারণ ঘটানো এবং বিভিন্ন প্রসারণ কেন্দ্র গুলোর সঙ্গে সমণ্বয় করা।
- MHRD, NCERT'র বিভিন্ন কর্মসূচী এবং প্রকল্প যা আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ইউনেসকো, ইউনিসেফ, ওয়ার্ড ব্যাংক ইত্যাদির অর্থে চলে, সেগুলো ঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা।
- বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে।

1. SCERT'র কার্যাবলী. SCERT বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করতে হয়।

a) পাঠ্যসূচী সংস্কার এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যলোচনা : পাঠ্যসূচীর সংস্কার এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা SCERT একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

b) কর্মশালা পরিচালনা : বিভিন্ন বিষয়ের উপর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা সংক্রান্ত পদ্ধতি বিজ্ঞান কেন্দ্রিক কর্মশালার আয়োজন করে।

c) সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা : ইহা সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনার ধারণার উপর গুরুত্ব দেয়। এর মাধ্যমে গুনমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় তা দূর করার চেষ্টা করা হয়। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর না করে।

d) সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনা :- ইহা সম্পূর্ণ গুণমান ব্যবস্থাপনার ধারণার উপর গুরুত্ব দেয়। এর মাধ্যমে গুণমান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় তা দূর করার চেষ্টা করা হয়। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর না করে।

নোট

e) পরিচালিত করা : এই সংস্থা সব সময় চেষ্টা করে বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের উদ্ভাবনী সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচালিত করা। এছাড়া সর্বাত্মক এবং অবিরাম মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষা বিজ্ঞান, ফলপ্রসূ শিখন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক পথ নির্দেশ করে।

f) অভিযোজন - বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য অভিযোজন কর্মসূচী গ্রহণ করে যাতে গবেষণা নেতৃত্ব গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষেপে বলা যায় রাজ্য স্তরে SCERT প্রাথমিক ও মাধমিক শিক্ষার উন্নয়ণে এবং আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংস্থা।

4.3.2 স্টেট ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং (SIEMA)

SIEMT রাজ্য স্তরের স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন রাজ্যে SCERT'র শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ব্যবস্থা করা বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে।

আজকাল দাবী উঠেছে জিলা স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনা সফল ভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য পেশাদার মানুষের প্রয়োজন। এই কারণে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে রাজ্য, জিলা, উপজিলা এবং তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনা করার জন্য পেশাদার বিশেষজ্ঞর প্রয়োজন। সেই কারণে SIEMAT একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন যা রাজ্য, জিলা উপজিলা স্তরে সঠিক শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে তোলার ব্যবস্থাও সাহায্য করে।

SIEMT গড়ে উঠেছে, শিক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মদত দেয়।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন ডিরেক্টর। এটি একটি সাধারণ সংস্থা যারা সভাপতি হলেন সেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং এগজিকিউটিভ কমিটির সভাপতি হলেন সেই রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে প্রধান সচিব।

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে আরও অনেক দপ্তর গড়ে উঠেছে, যেমন SIEMT অনেকগুলো দপ্তরের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে যেমন নীতি এবং পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, অর্থ, গবেষণা, মূল্যায়ণ, শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী, তথ্য সংক্রান্ত বিষয়।

1. SIEMT এর ভূমিকা : SIEMT এর প্রধান ভূমিকা হল বিদ্যালয় ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্তরে যারা আছেন তাদের শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

SIEMAT যে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে সেগুলো হল নিম্নরূপ -

a) জ্ঞান অর্জন করা

- গবেষণার মাধ্যমে জান অর্জন করা
- অন্যান্য সূত্র থেকে গবেষণা বিষয়
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে লব্ধ শিক্ষার বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংকলিত করা।

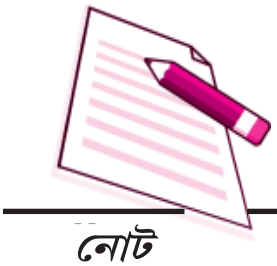

নোট

b) জ্ঞান বৃদ্ধি করা

- গণ মাধ্যম ব্যবহার করে
- বিভিন্ন প্রকাশনা
- অনুশীলন পর্ব সুগ্রাহী করা
- সেমিনার ও আলোচনা সভা

c) জ্ঞান অর্জন এবং তা উন্নয়ণমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার যেমন

- নির্দিষ্ট কাজে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রশিক্ষক, সম্প্রদায়ের নেতার অভিযোজন করা
- পেশাগত এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত পরামর্শ
- জিলা এবং ক্ষুদ্রস্তরের পরিকল্পনা
- সঠিক পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পরিকল্পনা
- সম্প্রসারিত কাজ

d) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি সাহায্য

SIEMT এর কার্যাবলী

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং প্রশাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে SIEMT যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও মদত নিয়ে থাকে সেগুলো হল, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সংস্থা, বেসরকারী স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যান্য সংস্থা যেমন SRCs, SCERT, DIETs, ব্লক ও গুচ্ছ স্তরের বিশেষজ্ঞ সংস্থা (BRC এবং CRCs)। SIEMT এর মূল কাজগুলো হল।

- রাজ্যস্তরে নীতি পরিকল্পনায় সাহায্য করা
- বিভিন্ন বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের গবেষণার সুযোগ করা।
- রাজ্য এবং নিম্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে পেশাগত পরামর্শ দেওয়া।
- শিক্ষা সংগঠকদের এবং সহযোগী দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীদের। রাজ্যের অঞ্চলের জিলা সম্প্রদায় ভিত্তিক নেতাদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন ব্যবস্থা, শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী এবং চালু শিক্ষা ব্যবস্থার তদারকি করা
- শিক্ষা পরিকল্পনা এবং বাইরে একই ধরণের নেটওয়ার্ক তৈরী করতে হবে যাতে শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ণ, নজরদারি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উন্নয়ণ ঘটানো সম্ভব হয়।
- যারা শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় যুক্ত তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া
- অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে, ভারত সরকারের এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়া

নোট

- শিক্ষা পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া।

কর্মতৎপরতা-1

1. শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে SCERT'র কার্যাবলী সমালোচনা সহ আলোচনা করুন।

.....

.....

.....

2. "SIEMT" প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বক্তব্যটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

.....

4.4 জিলাস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

(ডিস্ট্রিক্ট ইন্সটিটিউসন অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং) (DIET)

এটি গড়ে উঠেছে 1986 সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী। মোটামুটি ভাবে এই নীতিটি বিষয় নিম্নে আলোচনা করা হল।

DIET একটি সংস্থা যার কাজ হল জেলাস্তরে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত কার্যকলাপের নজরদারী সম্পাদন করা।

DIET এর কাঠামো -

DIET কর্মে যোগদানের পূর্বে এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সময় আবাসনের ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক DIET এর সাতটি শিক্ষা শাখা বর্তমান।

- কর্মের যোগদানের পূর্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শাখা
- কর্মে অভিজ্ঞাতা শাখা
- জিলা সম্পদ সংক্রান্ত একক (DRU)

নোট

- কর্মরত শিক্ষকের কর্মসূচী, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আদান প্রদান এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা সংক্রান্ত সমন্বয় শাখা।
- পাঠ্যসূচী, উপকরণ উন্নয়ন এবং মূল্যয়ন শাখা (CMDE)
- শিক্ষা প্রযুক্তি সংক্রান্ত শাখা (ET)
- পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা শাখা (P & M)

এই শাখা/একক গুলো নীচের রেখাচিত্রে সাহায্যে তুলে ধরা যায়।

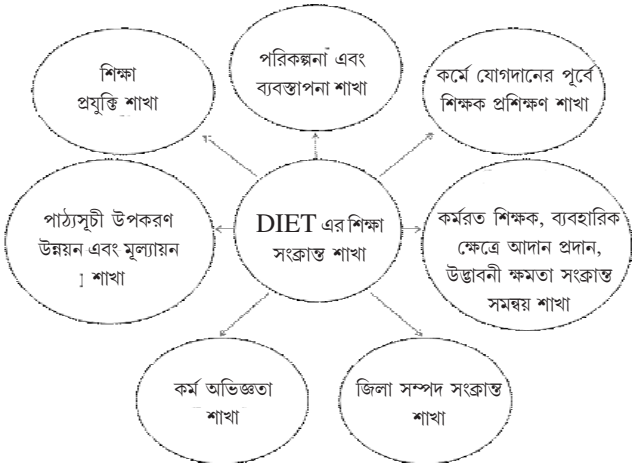

চিত্র-4.4 - DIET এর শিক্ষা সংক্রান্ত শাখা

4.4 DIET এর ভূমিকা

DIET এর ভূমিকা নিম্নে আলোচনা হল -

- জিলা ও উপজিলা বিভিন্ন স্তরের স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা মাধ্যমে নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর সামান্য গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- জিলায় গবেষণা সংক্রান্ত কার্যকলাপের নজরদারী করা
- শিক্ষক, গবেষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং কাজে সবরকমের সাহায্য করা।
- জিলা পরিকল্পনার স্তরে বিভিন্ন গবেষণা সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য সহযোগীতা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য আলোচনা করা শিক্ষার উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে।

4.4 DIET এর ভূমিকা

প্রত্যেক DIET এর নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

নোট

(a) **প্রশিক্ষণ এবং অভিযোজন নিম্নে বর্ণিত গোষ্ঠীর লক্ষ্যে।**

- প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক (কর্মে যোগদানের পূর্বে এবং কর্মরত উভয়ের মধ্য)
- ব্লক স্তরে প্রধান শিক্ষকদের, বিদ্যালয়ের প্রধান এবং শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের অভিযোজন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।
- প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা এবং প্রথা বর্হিভূত শিক্ষার উপদেষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক (নতুন এবং ধারাবাহিক)
- জিলা বোর্ড এর সদস্য, গ্রামীণ শিক্ষা কমিটি, সম্প্রদায় নেতা, যুবক এবং স্বত:প্রণোদিত ব্যক্তি যারা শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত - এই সমস্ত ব্যক্তিদের অভিযোজন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

b) জিলায় প্রাথমিক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষায় শিক্ষা সংক্রান্ত সম্পদের সাহায্য যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় সেগুলো হল।

- ব্যবহারিক দিকে আদান প্রদান এবং কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ
- উপদেষ্টা এবং শিক্ষকদের জন্য শিখন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কেন্দ্র
- আঞ্চলিক স্তরে শিক্ষা সংক্রান্ত উপকরণ, মূল্যায়ণ প্রক্রিয়ার বিষয়ের কেন্দ্র
- প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং NFE/AE কর্মসূচী বিষয়ক মূল্যায়ণ কেন্দ্র

c) **গবেষণা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য** - প্রাথমিক ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য জিলার নির্দিষ্ট সমস্যা গুলো নিয়ে আলেচনা করা -

DIET কে কর্মতৎপর করার জন্য এই কাজ গুলো করা প্রয়োজন অতিরিক্ত বস্তু সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (যেমন বিল্ডিং প্রভৃতি) শিক্ষা সহায়ক সংক্রান্ত উপকরণ, যোগ্য শিক্ষক, স্বশাসন, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, আর্থিক সাহায্যে। এছাড়াও DIET এর মধ্যে আরও নতুন শাখার সৃষ্টি যা নিম্নরূপ

- কর্মে যোগদানের পূর্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শাখা,
- পাঠ্যসূচী, উপকরণ উন্নয়ন এবং মূল্যায়ন শাখা
- কর্ম অভিজ্ঞতা শাখা
- ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স ইউনিট (DRU) বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রথা বর্হিভূত শিক্ষা শাখা এবং অন্যান্য শাখা যেমন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা শাখা, শিক্ষা প্রযুক্তি এবং কর্মরত শিক্ষকের কর্মকান্ড সংক্রান্ত শাখা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আদান প্রদান এবং উদ্ভাবনী বিষয় সংক্রান্ত শাখা, সমন্বয় সংক্রান্ত শাখা।

নোট

4.5 ব্লকস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো ব্লক রিসোর্স সেন্টার (BRcs)

জিলাস্তরে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মকান্ড, শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল DIET এর উপর। ব্লক স্তরে ব্লক রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্লক স্তরে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সব রকমের সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য।

BRCs গড়ে উঠেঠে 100 টি গ্রামকে নিয়ে BRCর কাজে সমন্বয় সাধকের কাজ করেন ব্লক শিক্ষা আধিকারিক অন্যান্য কর্মীদের সাহায্য সহযোগীতা নিয়ে।

4.5.1 BRC র ভূমিকা এবং কার্যাবলী

SSA-র সমস্ত রকম কর্মকান্ডের নজরদারী পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন লক্ষ্য করে। ইহা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়। শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন ঘটায়। সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষদের সংগঠিত করে, গবেষণা সংক্রান্ত কাজ, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগীতা BRC প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কোন তথ্য জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তা জিলা ও রাজ্য স্তরে পাঠিয়ে দেওয়া

BRC প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের সমস্ত রকম শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে

a) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত কক্ষ এবং উপকরণের ব্যবস্থা করা।

b) নতুন বিল্ডিং তৈরী, ঘরের জীর্ণ অংশ মেরামত করা, অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ মেরামতির ব্যবস্থা করা

c) নিয়মানুসারে বিদ্যালয়ের বিল্ডিং সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা

d) বাধ্যতামূলক হাজিরা ব্যবস্থা করা।

e) শিশুদের মিড-ডে মিল এর ব্যবস্থা করা।

f) শিশুদের নির্দিষ্ট পোষাকের ব্যস্থা করা।

g) বিদ্যালয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভ্রমণ সংগঠিত করা, বিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষ্ঠান সংগঠিত ও তত্ত্বাবধান করা।

h) ব্লক এ শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মকান্ডের মান এবং উন্নয়নের জন্য নজরদারী করা।

i) সচেতনতা কর্মসূচী এবং ব্লক স্তরের কর্মসূচী সংগঠিত করা।

j) অন্যান্য সংগঠনের যেমন বেসরকারী স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান, SHG (Self help group), সরকারী দপ্তরের সহযোগীতা সুনিশ্চিত করা।

নোট

k) ব্লকের আধিকারিদের সঙ্গে পাক্ষিক সভার আয়োজন করা এবং বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের বাধা দূর করা এবং কর্মসূচীর নিরীক্ষণ করা।

l) ব্লক স্তরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচীর তত্ত্বাবধান এবং এর প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।

4.6 গুচ্ছস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার CRCs

ক্লাস্টার হল 8-10টি বিদ্যালয়ের গুচ্ছ যারা শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন শিক্ষার উপকরণ, সম্পদ, শিক্ষক প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাবে। CRCs এর মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা, চিন্তা ভাবনা, কর্মকান্ডের বিষয় বিনিময় করা যায়। যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে।

ব্লক স্তরে BRCর যে কাজ সম্পাদন করতে হয় ক্লাষ্টার স্তরে CRC কে একই ধরনের কার্যসম্পাদন করতে হয়। CRC বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে দায়বদ্ধ যে বিদ্যালয় পঞ্চায়েত শিক্ষা আধিকারিকের দ্বারা ঘোষিত। এটা প্রযোজ্য গ্রাম এলাকার জন্য। অপরদিকে শহরাঞ্চলের জন্য ক্লাস্টার শিক্ষা আধিকারিক।

4.6.1 CRCs এর ভূমিকা -

1. বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নিয়মকানুন প্রস্তুত করা।
2. স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত অর্থের সংস্থান ও বন্টন
3. নতুন পাঠ্যসূচীর বাস্তবায়ন
4. শিক্ষকদের জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা

4.6.2 CRCs কার্যাবলী

CRC শিক্ষক ক্ষমতায়নের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে যেখানে শিক্ষকরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রকাশ করবেন। CRC র কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- অঞ্চলের বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান।
- উদ্যোগ নিয়ে অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষক বদলি।
- বেতন বন্টন।
- আসবাবপত্র বন্টন।
- কাগজপত্র অন্যান্য সরঞ্জাম।
- অঞ্চলে দুটি সংক্রান্ত বিষয়।
- অঞ্চলের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ক্যাজুয়েল লিভ সংক্রান্ত বিষয়।

নোট

- নিজের অঞ্চলের তথ্য BRC, জেলা এবং রাজ্যে কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জানানো।
- পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত উপকরণের উন্নয়ন।
- শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাত কার।
- পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত এবং সহ পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষণ ও শিখন সম্বন্ধীয় উন্নত উপকরণের ব্যবস্থা করা।
- কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ।
- বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান।

CRC র গ্রামীন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিচ্ছিন্নতা দূর করেছে। ইহা বিদ্যালয় পরিচালনা ও দায়বদ্ধতা উন্নত করেছে।

4.7 সংক্ষিপ্ত সার

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার দায়িত্বের বিবেন্দ্রীকরণ করেছে। জাতীয় স্তরে সর্বোচ্চ সংস্থা হল NCERT এর মূল কাজ হল বিদ্যালয় শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে পরামর্শ দেওয়া। NCERT ভূমিকা এবং কার্যাবলী এই এককে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

রাজ্যস্তরে দুটি মূল প্রতিষ্ঠান UEE এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করেছে। এগুলো SCERT এবং SIEMT. SCERT রাজ্যস্তরে কার্য সম্পাদন করতে হয় যা জাতীয়স্তরে NCERT করে। NCERT এর মত SCERT এরও বিভিন্ন বিভাগ আছে। ইহা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে একটি শাখা। অপর রাজ্যস্তর সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান হল SIEMT. এর প্রধান ভূমিকা হল শিক্ষা প্রশাসনের যুক্ত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও, রাজ্যস্তরে পরিকল্পনা তৈরীতে সাহায্য করে এবং নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব যুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

NPE 1986 সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামোয় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। জেলা স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল DIET গঠন করা হয়েছে। DIET কর্মে যোগদানের পূর্বে এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এছাড়া DIET প্রাথমিক শিক্ষার উপর ক্ষুদ্র গবেষণার ব্যবস্থা করে, পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করে এবং উপকরণ উন্নয়ন করে, এর ডিস্ক্রিট রিসোর্স ইউনিট (DRU) আছে।

আবার ব্লক রিসোর্স সেন্টার এবং ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার এর মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এই স্তরের কাজ হল প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শিক্ষককে সহায়তা দান করা। CRC যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে সেখানে শিক্ষকরা এক কেন্দ্রে মিলিত হয়ে অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী বিষয় আদান প্রাদন করতে পারবে এবং এর ফলে শিক্ষকদের পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

নোট

4.8 পরিভাষা কোষ /সংক্ষিপ্তকরণ

- NCERT – National Council of Educational Research and Training
- MHRD – Ministry of Human Resource Development
- SCERT – State Council of Educational Reserch and Training
- MLL – Minimum Level of Learning
- DEEP – District Primary Educationa Programme.
- SOPT – Special Orientation for Primary School Teachers
- TQM – Total quality Management
- SIEMT – State Institute of Educational Management and Training
- NGO – Non-Government Organization
- DIET – District Institute of Education and Training
- BRCs – Block Resource Centres
- CRCs – Cluster Resource centers.

4.9 সুপারিশকৃত বই ও রেফারেন্স বই

- দেশমুখ অসীমা এবং ড: নায়ার অঞ্জু (2010) এডুকেশন্যাল ম্যানেজমেন্ট। হিমালয় পাবলিশিং হাউস, পৃষ্ঠা - 479 - 492
- দেশমুখ ভি.এস এবং পাটিল ডবলিউ.আর (2009) প্রাইমারী এডুকেশন:কারেন্ট সিচুয়েশন: প্রবলেমস অ্যান্ড সলিউসনস্ নিরালি প্রকাশন
- পান্ডা এস.আর - এডুকেশনল ম্যানেজমেন্ট।
- http://www/dtert.tn.nic.in/Function%20%20DIET.html

4.10 একক পরিসম্পাপ্তি অনুশীলনী

এই বাক্সের মধ্যে NCERT 9টি কার্যাবলীর কথা লুকোনো আছে। ঐ কার্যাবলী বার করুন।

d	i	s	s	e	m	i	n	a	t	e
c	f	g	r	e	s	e	a	r	c	h
d	t	u	s	e	s	a	r	c	g	h
o	r	i	e	n	t	a	t	i	o	n

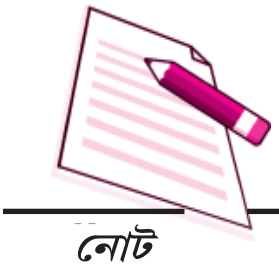

নোট

d	a	d	d	g	r	e	s	e	r	c
s	i	a	r	d	e	v	o	p	l	g
u	n	n	w	o	r	k	s	h	o	p
r	i	c	q	w	e	t	r	t	i	g
v	n	e	d	e	v	c	l	o	q	e
o	g	s	u	r	v	e	y	s	r	e
i	m	p	l	e	m	e	n	t	s	o
d	e	v	e	i	o	p	m	e	n	t

2. একটিগ্ন DIET পরিদর্শন করুন এবং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিষয়গুলোর উপর একটি রিপোর্ট লিখুন।

a) বস্তগত সুযোগ সুবিধা

b) কর্মরত শিক্ষকের প্রশিক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে যে সর্বত্মক ও ভিন্নতার নিরীখে বিগত শিক্ষার যে কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে।

c) গত দুবছর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব।

d) বিস্তৃতভাবে তাদের কার্যাবলী উল্লেখ কর।